AL-BALAGH 1438 | 2017 | ISSUE 5

পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব

আল বালাগ

البلاغ

সূচী

সম্পাদকীয় : রমজান আসে বদরের চেতনায়, বিজয়ের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ... ২

দারসুল কুরআন : আমরা যেন তাকওয়া'র শিক্ষা লাভ করতে পারি ৩

দারসুল হাদীস: হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও ৪

রোজার তাৎপর্য ৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইফতার ৭

বদরের মহিমায় স্মৃতিময় মাহে রমজান ৮

স্মৃতিচারণ : এমনি ছিল নবী-রাসূল, সালেহীনদের অবস্থা... ৯

দ্বীন কায়েমে গণতান্ত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা বনাম বিশ্বব্যাপী পরিচালিত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ! ১২

আপনার মাঝে কি সত্য জানার আগ্রহ জাগে? ১৪

সমকালীন প্রসঙ্গ: ধর্ষণ বাড়ছে, প্রতিকার কী? ১৬

আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ: এরা উম্মাহর অভিভাবক!!? ১৭

মৃতব্যক্তির চিঠি: আমি গত রমজানে তোমদের সাথেই ছিলাম ১৯

মহিলাঙ্গন: মাগফিরাত আর মহাপ্রতিদান লাভের আশায়! ২১

রমজান আসে বদরের চেতনায়, বিজয়ের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ...

প্রতি বছরই আমাদের মাঝে রমজান আসে। রমজান আসে তাকওয়া'র শিক্ষা নিয়ে, আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাগণ একমাত্র আল্লাহর ভয়েই ভীত থাকবে। রমজান আসে মহান প্রতিপালকের নৈকট্যতা অর্জনের শিক্ষা নিয়ে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ একমাত্র তাঁরই সান্নিধ্য আর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপন রবের ইবাদত করবে। রমজান আসে ক্ষমা আর নাজাতের সুসংবাদ নিয়ে, এ মাসে আল্লাহ তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। রমজান আসে প্রতিদানের সুসংবাদ নিয়ে, মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর রোজাদার বান্দাদের প্রতিদানে পুরস্কৃত করবেন।

রমজান আসে বদরের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, হে মুসলিম! তোমরাই তো তাঁদের উত্তরসূরি, যাঁরা আল্লাহর জমিনে কুফফার শক্তির দাম্ভিক বিচরণকে নিশ্চল-গতিহীন করে দিয়েছিলেন। যাঁরা ছিলেন বিরোধীদের তুলনায় স্বল্প অস্ত্র সাজে সজ্জিত মাত্র তিন শতাধিকের এক সম্মিলিত শক্তি;

কিন্তু তাঁদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হয়েছিল অধিক অস্ত্র, রসদ আর প্রায় তের শত সৈন্য-সামন্তের অধিকারী, আত্ম-অহমিকার নেশায় উন্মত্ত তৎকালীন মুশরিক বাহিনী। ২য় হিজরীর ১৭ ই রমজানে মুসলিম এবং মুশরিকদের মাঝে সংঘটিত বদর যুদ্ধ আমাদের এ চেতনাই শিক্ষা দেয়, পৃথিবীর ইঞ্চি পরিমাণ স্থানেও আল্লাহর শত্রু কাফের-মুশরিকদের শির উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

রমজান আসে বিজয়ের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এ রমজানেই মুসলিমদের সম্মিলিত বাহিনী মক্কা বিজয় করে মূর্তিপূজার অবসান ঘটিয়েছিল। এ রমজান হচ্ছে কুরআন অবতীর্ণের মাস; যে কুরআন এ পৃথিবীর একমাত্র সংবিধান; যে কুরআনের মাঝেই রয়েছে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

সুতরাং পবিত্র এ রমজানে মুসলিম উম্মাহ তাকওয়া'র শিক্ষা অর্জনে সচেষ্ট হোক; ধন্য হোক মহান আল্লাহর ক্ষমা আর প্রতিদান লাভে। পুরো পৃথিবী হতে শিরক-কুফরের ফিতনা নির্মূল করার লক্ষ্যে, আল্লাহর সংবিধান কুরআন অনুযায়ী বিশ্ব পরিচালনার দীপ্ত অঙ্গিকারে বদরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলিম উম্মাহ কদম বাড়াক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণীতে সুসংবাদময় মহাবিজয়ের পথে...

-তিতুমীর মিডিয়া

আমরা যেন তাকওয়া'র শিক্ষা লাভ করতে পারি

সা'দ আব্দুল্লাহ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى فى كلامه المجيد: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরজ করা হয়েছিল; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" -সূরা বাকারা: ১৮৩

আল্লাহ তাআলা'র সন্তুষ্টি, তাকওয়া অর্জন এবং পরকালীন পাথেয় লাভের এক মুবারক মাস পবিত্র রমজান। এ পুরো মাসে আল্লাহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিন বান্দাদের ওপর সিয়াম ফরজ করেছেন। সিয়াম সওমের বহুবচন, এর শাব্দিক অর্থ হলো কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা আর শরীয়তের পরিভাষায় সওমের নিয়তে সুবহে সাদিকের শুরু হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকাকে সওম বা ফার্সীতে রোজা বলা হয়।

এ বিধান শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের ওপরই ফরজ করা হয়নি; পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরজ ছিল। আলোচ্য আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজেই রোজা ফরজ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য আলোকপাত করেছেন, لعلكم تتقون 'যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো'। তাকওয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে খারাপ বা অপছন্দনীয় জিনিস থেকে বেঁচে থাকা; আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন, তাদের বলা হয় মুত্তাকী।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেছেন, 'মুত্তাকীন তাঁরাই; যাঁরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন শিরক হতে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ তাআলা'র নির্দেশাবলী মেনে চলেন।' অপর এক বর্ণনায় মুত্তাকীন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মুত্তাকীন তাঁরাই; যাঁরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে হেদায়েত পরিত্যাগ করেন না এবং আল্লাহর রহমতের আশা রেখে তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করে থাকেন।' সুফইয়ান সাওরী রহ. ও হাসান বসরী রহ. বলেন, 'মুত্তাকীন তাঁরাই; যাঁরা হারাম থেকে বেঁচে থাকেন এবং আবশ্যকীয় কাজকে নতশিরে পালন করে থাকেন।'

হযরত উমর ফারূক রাযি. হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি. কে প্রশ্ন করেন, তাকওয়া কী? হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি. তাঁকে উত্তরে বলেন, 'কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথ দিয়ে চলার সুযোগ আপনার কোনো দিন হয়েছে কি?' তিনি বলেন, হ্যাঁ! তখন হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি. বলেন, 'সেখানে আপনি কী করেন?' হযরত উমর রাযি. বলেন, 'কাপড় ও শরীরকে কাঁটা হতে রক্ষা করার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন করি।' তখন হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি. বলেন, 'তাকওয়াও ঐরকমই নিজেকে রক্ষা করার নাম।' -তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খন্ড

রোজা পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করে মুত্তাকী হওয়া। এবার আমরা আমাদের রমজান ও রোজা সম্পর্কে একটু চিন্তা করি। রোজার এ প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের প্রতি আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকি? রোজা অবস্থায় সব ধরনের হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের কতটুকু প্রচেষ্টা চলে। আর রমজান পরবর্তী সময়গুলোতে আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ-কর্মে তাকওয়ার প্রভাব বা তাকওয়ার শিক্ষা কতটুকু পরিলক্ষিত হয়?

রমজানে নফল ইবাদতগুলোর প্রতি যতটুকু গুরুত্ব বা আগ্রহ আমাদের মাঝে দেখা যায়; রমজান পরবর্তী সময়ে ফরজ ইবাদত যেমন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতিও কি এমন গুরুত্ব বা আগ্রহ থাকে? আমাদের মাসজিদসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলেই এর উত্তর মিলে! তাহলে আমরা আল্লাহর শাস্তির ভয় তাকওয়ার শিক্ষা কি লাভ করতে পেরেছি?

অথচ আমাদের মাঝে যদি তাকওয়ার গুণ থাকতো; তাহলে আমাদের দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে চলা কিছুতেই সম্ভব হতো না। কখনো যদি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানি হয়ে যেতো; তখন আমরা অস্থির হয়ে পড়তাম! সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে আল্লাহর ক্ষমার দিকে ফিরে আসতাম! রমজান তো প্রতি বছরই আসে; আর আমরাও রোজা রাখি কিন্তু আমরা কি পারি রমজানের রোজার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করতে!?

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যশীল বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!

হে কল্যাণের প্রত্যাশী!
অগ্রসর হও

মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান

الحمد لله الذى وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده، اما بعد: فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

পবিত্র রমজান মাস মুমিন বান্দার জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নৈকট্য অর্জন, ক্ষমা ও প্রতিদান লাভের এক উৎকৃষ্ট মৌসুম। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয় আর শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয় পাপকাজে প্ররোচনা দানকারী শয়তানদের। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"যখন রমজান মাসের আগমন ঘটে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।" -সহীহ মুসলিম: ১০৭৯

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

"যখন রমজান মাসের প্রথম রাতের আগমন ঘটে, তখন দুষ্ট জ্বিন ও শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে– হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন।" -সুনানে তিরমিযী: ৬৮২

রমজান হচ্ছে কল্যাণ লাভে সম্মুখ অগ্রসর হওয়ার মৌসুম; কিন্তু সমস্ত রোজাদার ব্যক্তি কি এ পবিত্র মাসের কল্যাণ লাভ করতে পারে? পারে কি নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করিয়ে নিতে? কেননা অনেক রোজাদার তো এমন রয়েছে, যাদের রোজা কেবল পানাহার ত্যাগ ছাড়া কিছুই নয়!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি; তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" -সহীহ বুখারী: ১৯০৩

আল্লাহর সীমালঙ্ঘন আর অবাধ্যতা হচ্ছে কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং এ পবিত্র মাসে রমজানের ফরজ হুকুম রোজা আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য নেক আমলে মশগুল থাকা চাই; নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা চাই গুনাহ সংঘটনের যাবতীয় আসবাব আর মন্দ পরিবেশ থেকে। রোজা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ; লক্ষ্য রাখতে হবে এ ঢাল যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, কিছুতেই বিদীর্ণ না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

"সিয়াম (রোজা) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায় অথবা তাকে গালি দেয়; তবে সে যেন দু'বার বলে, আমি সায়িম (রোজাদার)।" -সহীহ বুখারী: ১৮৯৪

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

"রোজা শুধু পানাহার ত্যাগের নাম নয়; বরং অর্থহীন ও অশ্লীল কাজ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। অতএব কেউ যদি রোজাদারের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে কিংবা মূর্খসুলভ আচরণ করতে থাকে তখন সে যেন বলে, আমি রোজাদার, আমি রোজাদার।" -সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১৯৯৬

সুতরাং যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নৈকট্য অর্জন, ক্ষমা ও প্রতিদান লাভের আশায় রোজা রাখবে, তাদের শুধু পানাহার পরিত্যাগ করার মাঝে সংযমী হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং সব ধরনের গুনাহের কাজ বর্জন করে রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এ পবিত্র মাসের প্রত্যেকটি নেক আমলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র কাছে অধিক প্রিয় এবং ফযীলতময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুবারক মাসে যে সব নেক আমল গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন, আমাদেরও উচিত ঐ সব নেক আমল গুরুত্ব সহকারে আদায় করা।

রমজান– দিনে সিয়াম আর রাতে কিয়াম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" -সহীহ বুখারী: ৩৮

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজান মাসে সালাতে

দন্ডায়মান থাকবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" -সহীহ বুখারী: ৩৭

রমজান– পবিত্র কুরআন নাযিলের মাস

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

"রমজান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যা মানুষের জন্যে হেদায়েত এবং সুপথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক্ব-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী-।" -সূরা বাকারা: ১৮৫

সুতরাং কুরআন নাযিলের এ মাসে কুরআন তিলাওয়াতে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ''জিবরীল আ. রমজানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন মাজীদ শোনাতেন।" অপর এক হাদীসে আছে, জিবরীল আ. রমজানের প্রতি রাতে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) আগমন করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন শুনাতেন।

সুতরাং আমরা যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি, তারা তিলাওয়াতের আমল জারী রাখবো এবং অপর মুমিন ভাইয়ের তিলাওয়াত শ্রবণ করেও সাওয়াব অর্জন করতে পারি। আর যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে জানি না; তারা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিখবো এবং কোনো তিলাওয়াতকারীর সান্নিধ্যে বসে কুরআন তিলাওয়াত শোনার আমল করতে পারি। পবিত্র কুরআনই হচ্ছে সকল আইনের উৎস; আমাদের একমাত্র সংবিধান।

সুতরাং এ সংবিধানের আলোকেই গোটা বিশ্ব পরিচালিত হবে; মানুষের মনগড়া কোনো মতবাদে নয়। তাই এ সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্যে পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা লাভের পর এর অর্থ বোঝার অথবা এ সম্পর্কে জ্ঞাত বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের বিধান-াবলী জেনে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

রমজান– দান-সদাকায় হস্ত প্রসারিত করার মৌসুম

সারা বছরের সব সময়েই তো দান-সদাকা করা এক উৎকৃষ্ট আমল; কিন্তু পবিত্র রমজান মাসে তার গুরুত্ব ও ফজীলত বহু গুণে বেড়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। রমজান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো অধিকতর বৃদ্ধি পেত। জিবরীল আ. রমজানের প্রতি রাতে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) আগমন করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন শুনাতেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল" -সহীহ বুখারী: ০৬

এ জন্য আমরা আপন হস্ত প্রসারিত করে এ মাসে বেশি বেশি আল্লাহর রাহে এবং অন্যান্য উপযুক্ত খাতসমূহে দান-সদাকা করতে সচেষ্ট হই। এ পবিত্র মাসে আমরা আমাদের মুমিন রোজাদার ভাইদের ইফতার করাতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ প্রতিদান লাভ করবে। তবে রোজাদারের প্রতিদান হতে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হবে না।" -সুনানে তিরমিযী: ৮০৭

এক গ্লাস পানি পান করিয়ে, সামান্য একটি খেজুর রোজাদারের হাতে তুলে দিয়েও আমরা এ প্রতিদান লাভ করতে পারি।

রমজান– পাপ মোচন ও মাগফিরাত লাভের সুযোগ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয়; যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।" -সহীহ মুসলিম: ২৩৩

যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও স্বীয় গুনাহসমূহ ক্ষমা করাতে পারল না; তার ওপর জিবরীল আ. অভিসম্পাত করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়াসাল্লাম এতে আমীন বলেছেন। তাই নিজ জীবনের কৃত গুনাহের কথা স্মরণ করে বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফার করা উচিত। বিশেষ করে ইফতার ও তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং দুআ করা উচিত। তিন ব্যক্তির দুআ ফেরত দেওয়া হয় না ; তন্মধ্যে এক প্রকার হলো, রোজাদার ব্যক্তির ইফতারের সময়ের দুআ।

রমজান– লাইলাতুল কদরের মাস

লাইলাতুল কদর এত মর্যাদাশীল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, এক হাজার রাত ইবাদত করলে যে সওয়াব হতে পারে, এই এক রাতের ইবাদতে তার চেয়েও বেশি সওয়াব লাভ করা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে জেগে ইবাদত করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" -সহীহ বুখারী: ২০১৪, তাই আমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রমজানের রাতগুলিতে ইবাদতে মশগুল থাকবো।

রমজানের শেষ দশকের অত্যন্ত ফযীলতময় একটি আমল– ই'তিকাফ

হাদীস শরীফে এসেছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন"। সুতরাং এ মাসে আমরা ই'তিকাফ এর মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

নফল ইবাদত:

রমজানের সময়গুলো গাফলতিতে না কাটিয়ে আমরা যথা সম্ভব নফল ইবাদতের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করতে পারি। সাহরীর সময় কত সহজেই দু'চার রাকাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এ পবিত্র রমজানের যথাযথ হক্ব আদায় করে তাঁর ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আর সৌভাগ্য নসীব করুন সে প্রতিদান লাভের; যে ব্যাপারে হাদীস শরীফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

"আদম সন্তানের প্রত্যেকটি আমল তার জন্যেই; কিন্তু রোজা স্বতন্ত্র। তা আমারই জন্যে, আর আমিই তার প্রতিদান দেবো।" -সহীহ মুসলিম: ১১৫১/১৬১

আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

রোজা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়ার মাধ্যম এবং আল্লাহর দেয়া উৎকৃষ্ট নেয়ামত। রোজা হলো, আত্মাকে পানাহার ও স্ত্রীমিলন থেকে বিরত রাখা। যার থেকে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব স্পষ্টতই বুঝে আসে। যেহেতু এ নেয়ামত অদৃশ্য। আল্লাহর অনেক বান্দা এ সময় গাফেল হয়ে থাকে। এর যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন না। কিন্তু যখন তা অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার মর্যাদা বুঝে আসে।

রোজা হচ্ছে হারাম কাজ বর্জনের মাধ্যম। কারণ, স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয়ে হালালসমূহ থেকে বিরত থাকে, তখন সে হারামসমূহ থেকে বিরত থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত। অতএব রোজা হচ্ছে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার অন্যতম মাধ্যম।

রোজা কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে রক্ষার মাধ্যম। কেননা, পরিতৃপ্ত অবস্থায় রিপু অনিষ্টতার প্রতি ধাবিত হয়। আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় এমনটি হয় না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ওহে যুবকেরা! যে খোরপোষ দিতে সক্ষম, সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যে অক্ষম, সে যেন রোজা রাখে। কেননা এটা কুপ্রবৃত্তির প্রশমন।"

রোজার মাধ্যমে মিসকিনদের প্রতি দয়া ও মহানুভবতা সৃষ্টি হয়। কারণ, কেউ যখন কিছু সময়ের জন্য ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন সর্বদা অনাহারী-অসহায়ের কথা স্মরণ হয়। তাই সে মিসকিনের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে। অতএব রোজা মিসকিনদের প্রতি দয়ার কারণ।

রোজার মাঝে শয়তানের প্রতি ধমকি ও তার দুর্বলতা নিহিত রয়েছে। তাই মানুষ তার কুমন্ত্রণায় খুব কমই প্রভাবিত হয় এবং পাপ কাজ কমিয়ে দেয়। এর কারণ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শয়তান আদম সন্তানের রগের মধ্যে চলাফেরা করে।" তাই রোজা শয়তানের পথ সংকীর্ণ করে দেয়। ফলে তার কার্যকারিতা কমে যায়।

রোজা ব্যক্তিকে আল্লাহর দর্শনের ওপর অভ্যস্ত করে তোলে। তাই সে ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রবৃত্তি কামনা থেকে বিরত থাকে। কেননা সে জানে যে, আল্লাহ তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যে অধিক পরিমাণে অভ্যস্ত করে তোলে। কারণ, রোজাদার অধিকহারে ভালো কাজ করার ফলে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

রোজার মাঝে রয়েছে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ এবং পরকালের প্রতি উৎসাহ।

রোজার তাৎপর্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

ইফতার

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইফতার নিয়ে আলোচনা করবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার করতেন। তারপর তিনি মাগরিবের নামাজ আদায় করে পূর্ণ ইফতার খেতে বসতেন। অধিকাংশ মানুষই ধারণা করে থাকেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পূর্বেই ইফতার করতেন। তাই তারা ভুলবশতঃ নামাজের আগেই পুরো ইফতার করে ফেলে। তারপর সম্ভব হলে মাগরিবের নামাজের প্রতি মনোযোগী হয়। আর তখন ইশার নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সময় সামান্যই বাকি থাকে। এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পূর্বেই ইফতার করে নিতেন" এর অর্থ হচ্ছে, তিনি কিছু খেজুর বা সামান্য পানি পান করে রোজা থেকে বিরত হতেন, তারপর নামাজ আদায় করে ইফতারে বসতেন। এর প্রমাণ হলো ইবনে আতিয়্যাহ রাযি. এর বর্ণনা। তিনি বলেন যে, "আমি ও মাছরুক রাযি. আয়েশা রাযি. এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুইজন সাহাবী। তারা উভয়েই কল্যাণ সম্পর্কে অনবহিত। একজন আগে আগে ইফতার ও নামাজ আদায় করে নেন। অপরজন দেরি করেন। (তাই তারা জানতে চাইলেন, উত্তম কোনটি?) আয়েশা রাযি. বলেন, দ্রুত করেন কে? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, রাসূল এমনি করতেন। আর তাদের মধ্যে অন্যজন ছিলেন আবু মূসা রাযি.।

তাঁরা হাদীসের ভাব বুঝেতে পেরেছেন বিধায় নামাজের সাথে ইফতারও তাড়াতাড়ি করে নেন। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ইফতার করার মানে হলো, রোজা থেকে বিরত হওয়া। সামান্য পানি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কণ্ঠনালী ভিজিয়ে নেয়া। তারপর নামাজ আদায় করা। তাছাড়া পরিপূর্ণ ইফতারের পর নামাজে দাঁড়ালে অবস্থা এমন হয় যে, দীর্ঘ সময় অনাহারের পর অতিরিক্ত ভক্ষণের ফলে নাড়িভুড়িতে ভিন্ন রকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইফতার সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় বলা হয় যে, তিনি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি তা না পেতেন তাহলে স্বাভাবিক খেজুর খেতেন। তাও যদি না পেতেন তাহলে সামান্য পানি পান করতেন।

উম্মতের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার কারণে তিনি তাদেরকে খেজুর দ্বারা ইফতারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। আর বর্তমানে হৃদবিশেষজ্ঞদের মতে খালি পেটে খেজুর খেলে শরীরে মিষ্টান্নতা ছড়ায়। কারণ এর মাঝে প্রকৃতিগতভাবেই শরীর ও হৃদরোগের আরোগ্য রয়েছে।

- মুহাম্মাদ

বদরের মহিমায় স্মৃতিময় মাহে রমজান

মুসাল্লাহ কাতিব

রমজান একটি তাৎপর্যপূর্ণ পবিত্রতম মাস। ইসলামে রমজান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এই মাসে যেমনি সিয়াম সাধনা, আত্মশুদ্ধি ও সংযম তথা প্রবৃত্তির দমন চর্চা হয়; তেমনি অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং কুফফারদের সীমালঙ্ঘনকেও বরদাশত করা হয় না। এটি যেমনি কুরআন নাযিলের মাস, ঠিক তেমনি কুরআনের সম্মান রক্ষা করারও মাস। জিহাদ ও শাহাদাতের মাস। যেই বছর রমজানে সিয়াম পালনের প্রথম আদেশ দেয়া হয় ঠিক সেই বছরই রমজান মাসে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সুসংঘটিত যুদ্ধ। মুলতঃ এটি ছিল মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী যুদ্ধ। যেহেতু এই মাস একটি বরকতপূর্ণ পবিত্র মাস, তাই এই মাসে বেশি বেশি নেক আমলের প্রতিযোগিতা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য লাভ করা উচিত। আর জিহাদ এমন এক আমল যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহজ উপায়। কেননা এটি দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া এবং মুমিনদের প্রিয় আমল। তাই এই মাসে আমাদের পূর্বসূরিরা বেশি বেশি অভিযানে বের হতেন।

দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসের ঘটনা। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে শক্তি ও মাল সংগ্রহ করে মুসলিম ভূখন্ডের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে যাবে, এটি মেনে নেয়া যায় না। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে চায়; তাদের দাম্ভিকতাকে ভেঙ্গে চুরমার করতে হলে তাদের কাফেলা রুখে দিতে হবে। ধ্বংস করে দিতে হবে তাদের শক্তির উৎস। এই প্রত্যয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ৩১৩ জন সাহাবী সহ বের হলেন।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যার তাৎপর্য ক্ষুদ্র মানব জ্ঞান দ্বারা বুঝা অসম্ভব। তিনি তার প্রতিশ্রুত দুই দলের মধ্য থেকে এমন দলকে বাছাই করলেন যেটি তিনি চান। অতঃপর এমন এক ঘটনা সংঘটিত হলো, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মাত্র ৩১৩ জন দুর্বল নিরস্ত্র মুজাহিদদের এক হাজার সুসজ্জিত মুশরিক বাহিনীর মোকাবেলায় বিজয় দান করেন। আর অহংকারী কাফেরদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে দেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, "স্মরণ কর! যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে একটি তোমাদের আয়ত্বে আসবে। তোমরা চেয়েছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমাদের সম্মুখীন হোক; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর ইচ্ছা ছিল তার বাণীসমূহের মাধ্যমে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দিবেন। যেন সত্য সত্য হয়ে ভেসে ওঠে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে প্রমাণিত হয়; পাপী লোকেরা যতই অপছন্দ করুক"। -সূরা আনফাল: ৭-৮

আজ কাফের-মুশরিকদের কত বাণিজ্য কাফেলা মুসলিম ভূখন্ডের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে! একের পর এক রমাজানও অতিবাহিত হয়ে যায় আমাদের অজান্তে; কিন্তু আর কোনো বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় না! তাদের কাফেলাকে রুখে দিতে শির তুলে আর কেউ দাঁড়ায় না! কত আবু জেহেল, উতবা আর উমাইয়া ইবনে খালাফ এর উত্থান হচ্ছে; কিন্তু তাদের উদ্ধত মস্তক কাটার জন্য হামজা, আলী, আর মাআজ-মুয়াজদের তৎপরতা দেখা যায় না!

এর কারণও স্পষ্ট, আমরা আজ রমজানের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না। কুরআনের নির্দেশ থেকে বিমুখ হয়ে আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেছি। তাই আমাদের ওপর লাঞ্ছনার পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম যখন অনেক দুর্বল ছিল, তখনও কুফফারদের প্রভাব ও হুমকিকে বরদাশত করা হয়নি। অথচ আজ ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য থাকার পরও কুফরি শক্তির সামনে নতজানু, লাঞ্ছিত ও পরাভূত।

গত রমজানের শেষের দিকে বেনজির নামক জালেম তাগুত বলেছিল, (আল্লাহ তার শেষ পরিণতিকেও বেনজির! করে দিন) "রমজান মাসে আরব দেশেও কখনো যুদ্ধ হতো না। আগে যুদ্ধ চলতে থাকলেও রমজান মাসে বিরত রাখা হতো। অথচ জঙ্গিরা এ মাসেই এমন একটি ঘটনা ঘটাল।" তার এই কথাটি যে প্রেক্ষাপটেই বলুক, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সে মূলতঃ এরকম মিথ্যাচার ও অজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিল। অথচ এটি নিষিদ্ধ মাস সমূহের অন্তর্ভুক্তও নয়। ইসলামের ইতিহাসে রমজান মাসে এমন অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং বিজয় অর্জিত হয়েছে, তার হিসাব রাখা মুশকিল। যেমন; বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, জেরুজালেম বিজয়, স্পেন বিজয়, হিন্দ বিজয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এই রমজান মাসে সংঘটিত হয়েছে। আজও হচ্ছে।

আফসোসের বিষয় হলো, আজ দেখা যায় তাগুত সম্প্রদায় আলেম সমাজকে সঠিক ইসলাম (!) শিখাতে চায়; জিহাদের আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা (!) দিয়ে কিতাব রচনা করে ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানসমূহকে রহিত করে নব্য জাহিলিয়াতের বিধান কায়েম করে যাচ্ছে। মুরতাদরা এমনকি হিন্দু মুশরিকদল পর্যন্ত ফতওয়া প্রদান করতে সংকোচবোধ করে না। ইসলামের এই লাঞ্ছনা ও অপমানকে কথিত উত্তরসূরিরা হজম করে যাচ্ছেন হিকমার (!) আড়ালে। আজ রমজান আসলে কেবল আত্মশুদ্ধি আর সংযমের উপদেশ দেয়া হয়; কিন্তু বাতিলকে প্রতিরোধের শিক্ষা দেয়া হয় না। বদরের আত্মত্যাগের ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয় না।

সুতরাং আবার যখন রমজানে বদর সংঘটিত হওয়া শুরু করবে। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠিত হতে থাকবে। আবু জেহেলদের মাথা মাটিতে লুটোপুটি খাবে। তখনি বিজয় ও সাহায্য আসবে। তখনি হক্বের বিজয় হবে এবং বাতিল পরাভূত ও লাঞ্ছিত হবে। আর আল্লাহর কালেমা সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি, বদরের ছোঁয়া পেয়ে রমজানের মহিমা ও তাৎপর্য বিকশিত হবে বিশ্বময়।

অবশেষে আমি মুমিন ভাইদের আহবান করবো, আপনারা রমজান মাসকে মূল্যায়ন করুন। এই মাসে 'গাজওয়া-য়ে বদর' এর সুন্নাহকে পুনরায় বাস্তবায়ন করুন। জিহাদ ও মুজাহিদদের সাহায্য করুন। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'তে আপনার প্রিয় মাল থেকে ব্যয় করুন। সাদাকাহ-যাকাত সহ সকল প্রকার সহযোগিতার মাধ্যমে এই ফযীলতপূর্ণ মাসে, ফযীলতপূর্ণ আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বদরের চেতনা নিয়ে রমজান অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

এমনি ছিল নবী-রাসূল, সালেহীনদের অবস্থা...

আমার পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী আমি তোরাবোরায় শায়খ উসামা বিন লাদেন রহ. সম্পর্কে আলোচনা করবো। সেখানে শায়খের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর ওপর ভরসা, বিশ্বাস ও তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং শত্রু সম্মুখে স্থির থাকার ক্ষেত্রে। তাছাড়া এই কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতাও প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে মাত্র ৩০০ জন মুজাহিদ আমেরিকা ও তার জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

এই মুহূর্তে আমি ১৭ ই রমজানে শুরু হওয়া তোরাবোরায় যুদ্ধের কথা কি বলবো! ভাইয়েরা আমাকে হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাযি. এর ঘটনা বর্ণনা করেছিল। তাঁরা ছিল বিচ্ছিন্ন। তাঁদের সাহায্য ও রসদ যোগানোর পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা চতুর্দিক থেকে মুনাফিকদের বেষ্টনিতে পড়ে গিয়েছিল। আমেরিকা ও তার মিত্ররা আফগানিস্তান এর যুদ্ধ শেষ করে তোরাবোরার জন্যে অবসর হলো। মুজাহিদ ভাইদের কোরবানি, দুর্যোগ, সবর, বন্দী ও তাঁদের রক্ত দিয়ে লিখিত ইসলামের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় কিছু কথা। আর এমন কিছুতে আমি প্রবেশ করতে চাই।

প্রথমেই আমি উল্লেখ করবো পরিচিত বন্ধু, প্রিয়পাত্র এবং সেই সকল আনসার ভাইয়ের কথা; যারা তোরাবোরায় মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করেছেন। এর বিপরীতে আমি কিছু খেয়ানতকারী উলামা এবং মুনাফি-কদের আলোচনা করবো; যাদেরকে এ স্বল্প সংখ্যক মুমিনদের মোকাবে-লায় ক্রুসেডার আমেরিকার জ্ঞানের জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম আমি যে ধৈর্যশীল বন্ধু, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাহায্যকারী, প্রিয়পাত্র সম্পর্কে আলোচনা করবো; তিনি হলেন শায়খুল জিহাদ মুহাম্মাদ ইউনুস খালেস রহ.। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমি পূর্বের আলোচনায় তাঁর দৃঢ়তা, শায়খ উসামা রহ. এর

প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং শায়খের সাথে তাঁর শক্ত বন্ধন সর্ম্পকে আলোচনা করেছি; কিন্তু আমি এখানে আলোকপাত করবো, তোরাবে-ারায়

তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ দিক নিয়ে।

তা হলো, আমেরিকানরা যখন তাদের দলবল নিয়ে মুনাফিকদেরকে সামনে নিয়ে জালালাবাদ প্রবেশ করছিল, তখন শায়খ মুহাম্মাদ ইউনুস খালেস রহ. আরব শিশু-নারীদের জন্যে নিজের বাড়ি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যেন তাদের নিয়ে এই মুনাফিকরা বাণিজ্য করতে না পারে। তিনি তাদের হেফাজতের যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি তাদেরকে সুন্দরভাবে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি যে, তিনি এমনই কঠিন অসুস্থ; যার ফলে প্রায় বসেই পড়েছেন। এ অবস্থাতেও তিনি এমন একটি দৃষ্টিগোচর বয়ান বের করতে চেয়েছিলেন; যাতে তিনি উম্মতে মুসলিমাকে আফগা-নস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে আহ্বান করবেন। যারা দেশ দখল করে নিয়েছে এবং এর জন্যে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গিয়েছে। তাঁর অসুস্থতা এমন কঠিন ছিল যে, তিনি কাউকে কোনো আদেশ করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় বীর হলেন মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহ.। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন লাগমান রাজ্যের। এটি জালালাবাদের পার্শ্ববর্তী

রাজ্য। তিনি শায়খ ইউনুস খালেস রহি. এর আনসারদের মধ্য হতে ছিলেন এবং তাঁর জিহাদী তানজীমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর যখন ইমারাতে ইসলামিয়্যা আফগানিস্তান গঠিত হয়, তখন তিনি ইমারাতে ইসলামিয়্যার দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি জালালাবাদ ট্যাংক পরিচালনা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হোন।

উসামা বিন লাদেন রহ. এর সাথে শায়খ আওয়াল গুল রহ. এর সম্পর্ক জিহাদের সূচনা থেকেই। তাছাড়া তিনি জালালাবাদে শায়খ উসামা রহ. ও তাঁর ভাইদের পাশেই থাকতেন। তিনি তাঁদের সাথে জালালাবাদের নাজমুল জিহাদ এলাকায় থাকতেন। যা প্রতিষ্ঠা করেছেন শায়খ ইউনুস খালেস ও তাঁর

সাথীরা। তিনি শায়খ উসামার নিকট বারংবার গমন করতেন এবং তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। এমনকি শায়খ উসামা রহ. কান্দাহার চলে যাবার পর যখনি জালালাবাদ আগমন করতেন, তখন তিনি মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

তোরাবোরায় আওয়াল গুল রহ. এর অনেক বীরত্ব ও বড় অবদান আছে। যখন আমেরিকান সৈন্য জালালাবাদ প্রবেশ করল, তখন তারা ভাবল তাঁর অবস্থান তাদের বিপরীতে হবে না। সর্বোচ্চ প্রথম মনজিলেই হবে। তারা তাঁর দায়িত্ব পরিবর্তন করেননি। মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহ. শায়খ উসামা রহ. এর নিকট বার্তা পাঠালেন যে, আমি আপনার অধীনেই আছি। আপনার নির্দেশ হলে আমি এই স্থান, দায়িত্ব ও আফগানিস্তান ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করবো। অথবা আপনার আদেশ হলে আমি এই দায়িত্বেই বহাল থাকবো এবং আমি থাকবো আপনার চোখ (গোয়েন্দা) হয়ে আর আপনার সহায়ক ও সাহায্যকারী হয়ে এবং আপনার খবরাখবর ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় যোগান দেবো।

মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহ. বাস্তবে তাই করেছেন। বিভিন্ন উন্নতি, অগ্রগতি ও খবরাখবর জানাতেন একের পর এক। মুনাফিকরা কী পরিকল্পনা করছে, তারা কী জমা করছে, কী বলছে, কী প্রস্তুত করছে এবং তোরাবোরায় তাদের সাথে ভাইদের অবস্থান কী? একেরপর এক খবরাখবর পাঠাতেন। অতঃপর আমরিকা যখন তোরাবোরায় যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল, স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকানরা সম্মুখ যুদ্ধ করবে না। এই আলোচনাও করবো। তোরাবোরা ঘটনা থেকে এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তা হলো, পশ্চিমা খৃষ্টশক্তি, যাদের মূলে রয়েছে আমেরিকা; তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীতি, অস্থিরতা ও দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার মধ্যে রয়েছে। তারা বড় ধরনের শক্তি অর্জন করা ব্যতীত কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। তারা সব সময় মুনাফিকদেরকে সামনে রেখে যুদ্ধ করে। যেমনটি ঘটেছে ইরাক, ভিয়েতনাম ও বিভিন্ন

যুদ্ধে।

আমেরিকানরা তোরাবোরা অবরোধ করার জন্যে মুনাফিকদেরকে অগ্রে পাঠাল। তারা ট্যাংক বাহিনীকে জালালাবাদে রাখল। আর নিয়ন্ত্রণ থাকল পশ্চিমাদের হাতে। আকাশ প্রতিরক্ষা ও বোমা বর্ষণ তাদের হাতেই বহাল থাকল। যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। মুজাহিদদের আবাস স্থলগুলো ধ্বংস করা ও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নিয়ে যেমনটি আমরা আলোচনা করবো।

অবশেষে যখন মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহ. এর প্রতি নির্দেশ আসল, তোরাবোরা অবরোধে তার বাহিনী নিয়ে অংশগ্রহণ করতে। তখন তিনি শায়খ উসামা রহ. এর নিকট পরামর্শ চেয়ে একটি বার্তা পাঠালেন। আমি এমন করলে আপনি কি মনে করেন যে, আমি কি আমার এই অবস্থান ত্যাগ করে আফগানিস্তান ছেড়ে হিজরত করবো, নাকি আমার বাহিনী নিয়ে তোরাবোরা অবরোধে এগিয়ে যাবো? আমি আপনাকে

ওয়াদা দিচ্ছি, আমি প্রত্যেকটি গোলা মুজাহিদদের অবস্থান থেকে দূরে খালি পাহাড়ে নিক্ষেপ করবো!

আমাদের নিকট এই সংবাদ আসল, তখন আমরা তোরাবোরায় ছিলাম। আমি ও অপর এক ভাই ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠলাম, শায়খ আওয়াল গুল মুরতাদদের কাতারে যায় কিভাবে? অথচ তিনি একজন মুজাহিদ। (আমি তাঁর কিছু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা উল্লেখ করছি) তখন শায়খ উসামা বললেন, হে ভাইয়েরা! একজন ব্যক্তি; যে আমাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু, আমাদের থেকে দূরে খালি প্রান্তরে বোমা বর্ষণ করাটা অন্য একটা শয়তান সরাসরি আমাদের দিকে বোমা বর্ষণ করার চেয়ে অনেক ভালো। আমরা বললাম ঠিকই তো। তারপর তিনি আওয়াল গুলের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বললেন, ভালো, আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আর বাস্তবেও তিনি তাই করেছেন। আমরা দেখছিলাম তাঁর গোলাসমূহ আমাদের পাশের পাহাড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

শায়খ আওয়াল গুল রহ. এর আরো একটি ঘটনা হলো (এটি অন্য একটি ঘটনা। আমরা তা শায়খের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। কিভাবে তিনি অবরোধ থেকে অনেককে উদ্ধার করে তাদেরকে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য তৈরী করেছেন।) যখন শায়খ তোরাবোরা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সকলকে সাজালেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শায়খ ও তাঁর সাথে বড় একটা অংশ একটা প্রশস্ত জায়গায় চলে গিয়েছেন। তারপর সেখান থেকে কিছু জায়গা অতিক্রম করে জালালাবাদ থেকে বের হয়ে

পড়েছেন।

কে শায়খকে জালালাবাদ থেকে বের হতে সাহায্য করেছেন? তিনি হলেন বীর, শহীদ মুয়াল্লিম আওয়াল গুল রহ.। তিনি নিজ পাহারায় তাঁর গাড়িতে করে জালালাবাদে ট্যাংক বাহিনীর পরিচালকের মতো তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বের করেছেন। সর্বপ্রথম আমিই তাঁর এই গুণকীর্তন বর্ণনা করছি। যাকে আমরিকানরা সন্দেহ করে বন্দী করে বাগরাম কারাগারে অতঃপর গুয়ান্তামোতে নিয়ে গিয়েছে। তিনি গুয়ান্তামোতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন। আমার খুব বেশি সন্দেহ হয় যে, তারা তাঁকে হত্যা করেছে অথবা হত্যার চেষ্টা করেছে কিংবা তাঁর থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাঁকে শহীদ করেছে; তাঁর এই বীরত্বের কারণে। আমি বুঝি না, তারা তাঁকে চিনতে পেরেছে না পারেনি? তবে কমপক্ষে আওয়াল গুল রহ. এর ইতিহাস, সত্যতা, শায়খ উসামার সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে জানতো। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আফগানিস্তানে তীব্র বোমা বর্ষণের বর্ণনার পূর্বে আমি শায়খ আওয়াল গুল রহ. এর আরো একটি বীরত্ব বর্ণনা করছি। তিনি শায়খ উসামাকে বলেছেন যে, আমি আপনার জন্যে আফগানিস্তানে উৎকৃষ্ট মুজাহিদদেরকে একত্রিত করতে প্রস্তুত। তারা প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তাদের সামান্য কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। যখন আমেরিকানরা প্রবেশ করবে তখন তারা প্রস্তুত থাকবে। আর এজন্য আমি প্রস্তুত। শায়খ উসামা তাঁর কথা খুবই স্মরণ করতেন। এই বীরত্বের দরুন আল্লাহর কাছে তিনি সর্বদা তাঁর জন্যে উত্তম বিনিময় কামনা করতেন। এই ধরনের বীরত্বগাঁথা ঘটনা শুধু তাঁর থেকেই প্রকাশ পেত না; বরং জালালাবাদ ও তার আশপাশের অনেকের থেকেই এগুলো প্রকাশ পেত।

আমি প্রথমেই বলেছিলাম, সে সকল জীবিত বীর ভাইদের নিকট আমি ক্ষমা চাই, যাদের আলোচনা কারতে পারছি না। অথচ তাঁরা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তারা তাদের প্রকৃত ইসলামী জিহাদের খনিকে প্রকাশ করেছেন। আফগান মুসলিমদের জন্যে তারা তাদের

ভেতরকে খুলে দিয়েছেন। যার ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রথমে রাশিয়া তারপর আমেরিকা ধ্বংস হয়েছে। আমি শায়খ আওয়াল গুলের বন্ধু, সন্তান, তাঁর জাতি, জালালাবাদের অধিবাসী ও আফগানের মুসলিম জাতিকে আহ্বান করবো, তারা যেন এই সিংহ পুরুষের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমরিকার কাছ থেকে। যারা তাঁকে শহীদ করেছে। অথবা তার থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে এবং সে সকল বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে; যারা তাঁকে হস্তান্তর করেছে এবং তাঁর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

ইনশাআল্লাহ আমি তাদের একজনের আলোচনা করবো। তারা যেন তাঁর প্রতিশোধ না নিয়ে ছেড়ে না দেয়। তিনি তাদের নিকট এবং আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদের ও সকল মুসলিমের নিকট আমানাত স্বরূপ। তাই উচিত এই বীর মুজাহিদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া। যিনি কঠিন সময়ে সত্যরূপে সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। একবার তাঁর এক দূত; যাদেরকে তিনি আমাদের কাছে পাঠাতেন আমাদের কাছে এসে বলল, যে মুয়াল্লিম আওয়াল গুল দরজা বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে বলছেন, আমি শায়খ উসামা ও তাঁর সাথীদের জন্যে কি করতে পারি? এই ভাই তাঁকে ধৈর্যধারণের কথা বলতেন এবং বলতেন, এমনি ছিল নবী-রাসূল, সালেহীনদের অবস্থা। সুতরাং অবশ্যই এখানে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।

আমি শায়খ আওয়াল গুল রহ. এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একজন ভাই শায়খ উসামা রহ. এর জন্যে এসেছেন এবং বললেন, যে ব্যাক্তি আওয়াল গুলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে; আমরা তাকে চিহ্নিত করেছি। আমরা তার হত্যার আয়োজন করতে চাই। তখন শায়খ উসামা তাদের বললেন, সন্দেহবশতঃ কাউকে হত্যা করবেন না। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুন। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কাউকে হত্যা করবেন না। বাস্তবেই সে যদি আমরিকার সাথে মিলে কাজ করে বা বিস্বাস ঘাতকতা করে, তবেই তাকে হত্যা করবেন।

তোরাবোরার ঘটনার সাথে জড়িত অন্য একজন বীরের আলোচনা করছি। তিনি হলেন শহীদ ক্বারী আব্দুল আহাদ। রাশিয়া বিরোধী জিহাদের একজন বীর সৈনিক তিনি। তিনি শায়খ ইউনুস খালেসের হিজবে ইসলামী আফগানিস্তান এর একজন অন্যতম সদস্য। রাশিয়া বিরোধী জিহাদের সময় তিনি সেই দলের একজন কমান্ডার ছিলেন। তোরাবোরায় তিনি সম্মানজনক কৃতিত্ব রেখেছেন। প্রায়ই আমাদের সাক্ষাতে আসতেন। আমাদের সাথে তাঁর অঙ্গিকার ছিল। তাই আমাদেরকে বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করতেন। ক্বারী আব্দুল আহাদ আমাকে ও আরো অনেক ভাইকে তোরাবোরা থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। কমপক্ষে এতটুকু করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার একটা রাস্তা বের করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তোরাবোরা থেকে বের হওয়ার সময় আমরা আশ্চর্য ধরনের একটা জায়গা অতিক্রম করলাম। সেখানে আল্লাহর কুদরতে তাঁর তাকদীর প্রত্যক্ষ করেছি এবং বুঝেছি যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন এর অতিরিক্ত বান্দাকে কোনো কিছু আক্রান্ত করবে না। হয়তো আমি আমার কোনো কথার ফাঁকে বলেছিলামও। সংক্ষেপে এর বিবরন হলো, রাতের আঁধারে আমি, কিছু ভাই ও কিছু আনসার ভাই ক্বারী আব্দুল আহাদ ভাইয়ের সাথে এক জায়গা থেকে অন্যত্র সফর করছিলাম।

হঠাৎ আমরা এমন একটি স্থানে আসলাম। ক্বারী আব্দুল আহাদ ভাই আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি রাস্তা পরিস্কার করতে চলে গেলেন। এসে বললেন, রাস্তা নিরাপদ। আপনারা আসতে পারেন। আমি জানতাম না; তবে তার সাথে চলতে থাকলাম। দেখলাম তার আশেপাশে দেয়াল। যখন আমরা আরো কাছে গেলাম, তখন দেখলাম এটা মুনাফিকদের একটা ঘাঁটি। যারা জালালাবাদ ও আশেপাশের এলাকা দখল করে নিয়েছে। আমাদের থেকে ৫/৬ মিটার দূরে হবে হয়তো। এখানে দেয়ালে বড় একটি ফাঁকা দেখা যায়। যার আশপাশের ৩/৪ মিটার দেখা যায়। আমরা ঠিক তার সামনে দিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মুনাফিকদের একটা গাড়ি আসল এবং এই ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে লাইটটা আমাদের দিকে তাক করল। আমাদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং আমরা তাদের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। আমি একটা গাছের আড়ালে ছিলাম যার ফল আমি খেয়েছি।

আমার সাথে অন্য একজন ভাই ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন–অস্ত্র প্রস্তত করুন। আমি বললাম কি হলো? তিনি জানালেন, তারা আমাদেরকে স্পষ্ট দেখছে। আমরা এখন তাদের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বো। অন্য একজন ভাই, যিনি লম্বা আকৃতির ছিলেন; তিনি আত্মগোপনের জন্যে কিছু পাচ্ছিলেন না। ফলে নিজেকে গোপন করার জন্যে চিৎ হয়ে শুয়ে গেলেন। আমরা সেকেন্ডের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর জন্যে প্রস্তত হয়ে গেলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করেছে। বুঝতে পারিনি, সে কি রাস্তা পরিবর্তন করতে চেয়েছিল নাকি আমাদেরকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গাড়িটা যাওয়া মাত্রই একজন আনসার ভাই আসলেন। মাশাআল্লাহ তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন এবং টেনে ধরলেন এবং দৌড়াচ্ছিলেন। আমরা আনুমানিক ৩ কদম অগ্রসর হতেই আঁধারের কারণে দুর্গন্ধময় একটি নালার মধ্যে পড়েছি। অস্ত্র উড়ে গেল এবং আমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি খুব দ্রুত যুক্ত হয়ে গেলেন এবং উদ্যত হলেন। পুনরায় আমাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরলেন এবং আমাকে নিয়ে দৌড়ালেন। আমরা আমাদের মারকাজের দিকে ছুটলাম এবং একটা রাস্তা পেয়ে খুব দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম। আমাদের সাথের আনসাররা ছিলেন পূর্ণ যৌবনে। আর আমি ছিলাম প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। আমি এমনি দুর্বল ছিলাম। এক ভাই সেই সুঠামদেহী ভাইকে বললেন, ভাই আপনি ড. সাহেবকে পিঠে তুলে নিন। আমি বললাম, না আমাকে তুলো না।

আমরা সবোর্চ্চ গতিতে দৌড়াতে লাগলাম। একটি গাড়ি এসে প্রথম রাস্তায় সামান্য সময় দাঁড়ালো। কিন্তু আল্লাহর অশেষ করুণায় আমরা সেখান থেকে নিরাপদে সরে গেলাম। ততক্ষণে ক্বারী আব্দুল আহাদ আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি আমাদের মেহমানদারি করলেন এবং খাবারের আয়োজন করলেন। তারপর সেখান থেকে আমরা তাঁর নেতৃত্বে অন্যত্র সরে গেলাম। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

ক্বারী আব্দুল আহাদ আফগান সেনা বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। যখন তারা তাঁর বাড়ি তল্লাশি করতে এসেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি জালালাবাদ ও আফগানিস্তানে বরং সর্বত্র মুজাহিদ ভাইদেরকে বলে থাকি যে, মুয়াল্লিম আওয়াল গুল, ক্বারী আব্দুল আহাদ ও আফগানিস্তানের সকল শহীদ ভাইদের খুনের বদলা নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। আমেরিকার ঘাড় থেকে ও যেসব উলামারা তাদের সাহায্য করেছে, তাদের গর্দান থেকে তা আদায় করা আবশ্যক। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করলাম।

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ-এর
'আইয়্যামুন মাআল ইমাম' হতে সংগৃহীত

দ্বীন কায়েমে
গণতান্ত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা
বনাম বিশ্বব্যাপী পরিচালিত
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ!

আবু উবাইদাহ আল-হাফিয

১...আরববসন্তের ঝড়ো হাওয়া বইছে। স্বৈরাচারী দুর্নীতিবাজ তাগুত শাসকদের একে একে পতন ঘটতে লাগল। পশ্চিমা কুফুরী বিশ্ব এটিকে গণতান্ত্রিক হাওয়া মনে করে বিজয়ের হাসি হাসতে লাগল। অন্যদিকে গ্লোবাল জিহাদের আলিম ও নেতৃবৃন্দ উম্মাহর সচেতন অংশকে তাগুত বিরোধী এই আন্দোলনে ঢুকে পড়ার নির্দেশনা প্রদান করলেন। এটিকে তাগুত বিরোধী দাওয়াতের মওকা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন পশ্চিমা গবেষকরা গণতন্ত্রের বিজয় দেখে হাততালি দেওয়া শুরু করল। গণতান্ত্রিক আরব বসন্তের হাওয়ায় আল-কায়েদার পরিচালিত গ্লোবাল জিহাদ আদর্শিকভাবে পরাজিত ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল। গণতান্ত্রিক ইসলামের অনুসারী মডারেট মুসলিমরা তাদের বিভ্রান্ত পথের গণতান্ত্রিক বিজয় দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল। জিহাদীদের জিহাদকে তারা চ্যালেঞ্জ জানাতে লাগল! দুর্বল ঈমানের অধিকারী হিসেবে মাঝে মাঝে খুব মন খারাপ হতো! তাহলে কী গ্লোবাল জিহাদ আদর্শিকভাবে হোঁচট খাবে! গণতান্ত্রিক বসন্তের কাছে মুখ থুবড়ে পড়বে! পরক্ষণেই আবার মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস মনে পড়ে যেতো, "এই দ্বীন সর্বদাই কায়েম থাকবে এবং একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত কিতাল করে যাবে।" *-সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ*

এরপরের কথা সবারই জানা। গণতন্ত্রের ডানায় ভর করে ক্ষমতায় যাওয়া তিউনিসিয়ার আন-নাহদা, মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড এখন রীতিমত অতীত ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবার পথে রয়েছে। আদর্শ আর ক্ষমতারোহণ উভয় ক্ষেত্রে আজ তারা চরম দেউলিয়াত্বের শিকার। আর গ্লোবাল জিহাদ! সেটাও সবারই চোখের সামনে। আজ গোটা দুনিয়াতে আল-কায়েদার গ্লোবাল জিহাদ ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় নেই? মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দেশে আল-কায়েদার জিহাদ বটবৃক্ষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আরব বসন্তের হাওয়া লাগা দেশগুলোতে আল-কায়েদা রীতিমত নিয়ন্ত্রকের আসনে, আলহামদুলিল্লাহ! মাঝখানে বিপথগামী খারিজী আইসিস কিছুটা ঝামেলা পাকালেও সময়ের ঘূর্ণাবর্তে এটি অতীত হতে বাধ্য ইনশাআল্লাহ।

যারা আরব বসন্তকে আল-কায়েদার গ্লোবাল জিহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেয়েছিল; তারা নিজেরাই আজ বিলুপ্তির পথে। যারা আরব বসন্তের মাধ্যমে গ্লোবাল জিহাদকে বইয়ের পাতায় স্থান দিতে চেয়েছিল; তারাই আজ বইয়ের পাতায় স্থান নিতে চলেছে। কারণ, তারা রব্বুল আলামীনের সুন্নাতকে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল রাহমাতুল্লিল আলামীনের চিরন্তন সত্য হাদীসগুলোকে।

২...প্রখর যুক্তির অধিকারী ডা. জাকির নায়েক মিডিয়ার মাধ্যমে রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললেন। স্থুল চিন্তার অধিকারী একশ্রেণীর মানুষ ডা. জাকির নায়েকের দাওয়াতী মিশনকে জিহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর নিষ্ফল চেষ্টা চালাল। এই উম্মাহর সর্বাধিক কল্যাণকামী মুজাহিদ আলিম ও উমারাগণ জাকির নায়েকের বহু বক্তব্য ও ব্যাখ্যার সাথে মোটা দাগে দ্বিমত রাখার পরেও এ ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো কথা বলেননি। কারণ উম্মাহর সামান্য কল্যাণ যেখানে হয়, আল-কায়েদা সে ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো কথা বলে না; যতক্ষণ না ইসলামের শত্রুতে পরিণত হয়।

সময়ের ব্যবধানে ডা. জাকির নায়েকের টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হলো। যারা ডা. জাকির নায়েকের মাধ্যমে জিহাদী মানহাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার নিষ্ফল অপচেষ্টা করতো, তারা নিশ্চয়ই সফল হয়নি; বরং ডা. জাকির নায়েকের শান্তিবাদী বক্তব্যের পরও তাগুত-মালউন চক্র ঠিকই তার চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছে! হিসাব করলে দেখা যাবে আল-কায়েদাই লাভবান হয়েছে। জাকির নায়েকের শান্তিবাদী মানহাজে যারা বিশ্বাস করতেন; তাদের অনেকেও এখন হয়তো বুঝতে শুরু করেছেন যে, আল-কায়েদার মানহাজই সঠিক। কারণ দুনিয়ার কুফফার শক্তি যুক্তি ও আলোচনার পথে নেই; বরং তারা যুদ্ধের ময়দানে। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। তারা যদি যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথে থাকতো; তাহলে 'পিস টিভি' বন্ধ করার কথা ছিল না।

৩...২০১০ সালে আমেরিকার গোপন তথ্যভান্ডার প্রকাশ করে দিয়ে গোটা দুনিয়াতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ। গোটা দুনিয়া আমেরিকার কুৎসিত চেহারা দেখতে পেল। পৃথিবীর একটি বিরাট অংশ অ্যাসেঞ্জকে প্রযুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহানায়ক আখ্যা দিতে থাকল। বিশ্ব-সন্ত্রাসের হোতা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রযুক্তির যুদ্ধে অ্যাসেঞ্জকে সেনাপতির আসনে স্থান দিল।

প্রথম আলোর পতিত বামপন্থী কলামিস্ট ফারুক ওয়াসিফ অ্যাসেঞ্জের আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রযুক্তির এই যুদ্ধকে গ্লোবাল জিহাদের মহানায়ক শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর পরিচালিত সুমহান জিহাদের চাইতে অধিক কার্যকর দাবী করে একটি কলাম লিখে তাতে বলেছিল, "লাদেন ছিলেন জুজু আর জুলিয়ান বাস্তব। সন্ত্রাসবাদের ভয় দেখানোই ছিল বুশের রাজনীতি, আর ওবামার ভয় উইকিলিকসের প্রকাশ করা সত্যে। আল-কায়েদা মিথ্যার কাকতাড়ুয়া, উইকিলিকস সত্যের সৈনিক। আল-কায়েদা আমেরিকাকে শক্তিশালী করেছে; কিন্তু উইকিলিকসের কাজে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়েছে। ঘটনাটি এতই নতুন ধরনের যে, লাদেন বা চে-এর তুলনা তাই বেমানান।"

কলামটি পড়ে তার বুদ্ধির স্থূলতা দেখে খুবই হেসেছি। আল্লাহ তাআলা এ অধমের সে সময়ের হাসির মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজা। কোথায় আজ সেই অ্যাসেঞ্জ আর কোথায় বা উইকিলিকস! আমেরিকার বিরুদ্ধে এসব তথ্য ফাঁস করে আমেরিকার কী-ই বা ক্ষতি করা গেছে? আমেরিকা কি মান-ইজ্জতের পরোয়া করে এসব করে? একসময় কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে অ্যাসেঞ্জ, বিস্মৃত হয়ে যাবে উইকিলিকস।

কিন্তু শাইখ উসামা বিন লাদেন রহি. এর পরিচালিত গ্লোবাল জিহাদ! বলার অবকাশ রাখে না! পূর্বেই ধারণা দিয়েছি। এই জিহাদ চলতে থাকবে কিয়ামত অবধি। বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে শুধু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের বিচারে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অ্যাসেঞ্জ না উসামা বিন লাদেন রহি. এর পথ কোনটি কার্যকর; তা বোঝতে বেগ পাওয়ার কথা নয়।

৪...বঙ্গভূমিতে নাস্তিকদের উৎপাত অতঃপর তাদের জন্য আল-কায়েদার শাখা আনসার আল-ইসলামের শাতিম নিধন মহৌষধের প্রেক্ষাপটে নাস্তিকদের স্থূল মতবাদের যৌক্তিক জবাব প্রদান করে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বই উপহার দিলেন ভাই আরিফ আজাদ। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের অযৌক্তিক ও বেহুদা ক্যাচালের যৌক্তিক জবাবে তিনি সাজিয়ে তুললেন 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ'। গ্রন্থটি ও তার রচয়িতাকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্যে কবুল করুন।

এই ভূমির মুসলিমদের মতো আল-কায়েদার মানহাজের হিসেবে আমরাও আনন্দিত হয়েছি। কারণ ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে যে কোনো কাজ আল-কায়েদার নেতৃত্ব ও সমর্থকদের আনন্দিত করে। আল-কায়েদার উমারাদের থেকে আমরা 'আদ-দ্বীনুল ক্বাইয়্যিম' এর এই নীতিই পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত না হলে আল-কায়েদা সাধারণত কাউকে শত্রু মনে করে না। আমরা মনে করি, 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' পুস্তকের মাধ্যমে এক জন মানুষও যদি নাস্তিকতাবাদের এই অশুভ আস্ফালন থেকে মুক্তি পায় কিংবা সন্দেহবাদ নামক অসুস্থতা থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় শেফা লাভ করে; তাহলে এটিও বিরাট কল্যাণকর নিঃসন্দেহে। একজন ব্যক্তির হিদায়াত লাভকে আমরা গোটা দুনিয়ার চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করি।

আল-কায়েদা নিজেদেরকে উম্মাহর চেয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কিছু ভাবে না; বরং নিজেদেরকে উম্মাহর অংশ মনে করে। উম্মাহর আনন্দে আনন্দিত হয়, ব্যথায় ব্যথিত হয়। উম্মাহর কষ্টগুলোকে রক্তের নযরানার মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করে। রব্বুল আলামীনের নির্দেশকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়। নিজেদের জামাআহ নিয়ে 'আসাবিয়্যাত' ও কূপমন্ডুকতার সংকীর্ণ গলিতে আটকে থাকে না; বরং আসমানী উদারতায় গোটা উম্মাহকে আপন করে নেয়। যার মাধ্যমেই এই দ্বীনের কল্যাণ হয়, তাকেই মুবারকবাদ জানায়। দ্বীনের কল্যাণে আনন্দিত হয়, যদিও সবকিছু আল-কায়েদার মানহাজের আওতায় না হয়।

'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' এর বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তা দেখে কেউ যদি বুদ্ধিবৃত্তিক এই মেহনতকে গ্লোবাল জিহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চায়; তাহলে তার জন্যেও অতীতের মতোই করুণা হবে, এই আর কী! তার বুদ্ধির জড়তা দেখে এক চিলতে হাসির উদ্রেক হবে মাত্র।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নাস্তিক্যবাদীদের মোকাবেলায় এই বইটি বরং আল-কায়েদার শাতিমুর-রাসূল তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি-গালাজকারীদের হত্যা করার এই মিশনের যৌক্তিকতাকে আরো সুদৃঢ় করবে ইনশাআল্লাহ। যুক্তি, বুদ্ধি-বিবেক বর্জিত এই ভুয়া নাস্তিক আবর্জনাগুলো আসলে ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ প্রকাশ করে মাত্র। তারা যদি সত্যিই যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে ইসলামকে যাচাই-বাছাই এবং তাদের মতবাদকে পরখ করতো; তাহলে 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' পড়ার মাধ্যমে তারা সত্যের সন্ধান পেতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি ! 'আসিফ মহিউদ্দিন' নামক শাহবাগী আবর্জনা সে তার ফেসবুক পোস্টে 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' পড়বেই না বলে জানিয়ে দিয়েছে! এটি নাকি ধর্মীয় আবহে লেখা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি!

এ ধরনের আবর্জনাগুলো 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' প্রকাশিত হওয়ার পর ইসলামের বিরুদ্ধে অধিক আক্রোশ প্রকাশ করছে। কারণ তাদের যুক্তি, বুদ্ধি-বিবেক বর্জিত শত্রুতা কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখে পড়েছে!

সুতরাং প্রত্যেক আকলবান মানুষ বুঝবেন, এই শাহবাগী আবর্জনাগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতার ধার ধারে না; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক শত্রুতা প্রকাশ করাই তাদের প্রভুমনোনীত চাকরি। আর তাই তাদের জন্যে 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' এর ঝাড়ফুঁক প্রযোজ্য নয়; বরং ক্যান্সার নির্মূলের পথ্য হিসেবে সার্জারী আবশ্যক। আর সেই কাজটিই আল-কায়েদার শাখা আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদরা করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। প্রয়োজনে আবারও করবে ইনশাআল্লাহ।

আর কারো কাছে যদি মনে হয়, শুধুমাত্র এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যম ব্যবহার করে সর্বগ্রাসী কুফরের মোকাবেলা করবে; তাহলে সে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বুঝতে পারেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ২৩ বছরের জিন্দেগীকে অনুধাবন করতে তার মস্তিষ্ক ব্যর্থ হয়েছে। সে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে খুবই নীচু ধারণা করেছে। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীনের ব্যাপারে তার এই নিরতিশয় নীচু ধারণা অচিরেই ব্যর্থ হয়ে তার দিকে মুখ থুবড়ে পড়বে। জিহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো বুদ্ধিবৃত্তিক সওদা সদা-পরিবর্তনশীল বুদ্ধিবৃত্তির পেছনের পাতায় স্থান নিবে। আর কিয়ামত অবধি চালু থাকা কিতাল তথা সশস্ত্র জিহাদ প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে ছুটে যাবে বিজয়ের পানে, গোটা দুনিয়াব্যাপী আল্লাহর শরীআহ বাস্তবায়নের পানে, প্রতিশ্রুত মাহদী আ. এর কালো পতাকাবাহী ঝান্ডার ছায়াতলে।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের ওপর কায়েম থেকে কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) করতে থাকবে এবং তাদের শত্রুদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী হবে। এমনকি এই দলেরই সর্বশেষ অংশ মাসীহ দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল করবে।" -আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং-২৪৭৬; মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল জিহাদ, ২য় পরিচ্ছেদের ১ম হাদীস। এছাড়া সহীহ মুসলিমের 'কিতাবুল ইমারাহ' বা নেতৃত্ব অধ্যায়ে কাছাকাছি অর্থের কমপক্ষে ৫ টি হাদীস রয়েছে।

পরিশেষে একটি জরুরী কথা বলে রাখা আবশ্যক মনে করছি। শুধুমাত্র মানব যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে দ্বীনের কোনো বিষয়কে অনুধাবন করতে চাওয়ার প্রবণতার একটি মারাত্মক ও ভয়াবহ নেতিবাচক দিক আছে। কারণ, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একটি দ্বীন। ফলে এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আজ হয়তো ইসলামের কোনো বিধান কিংবা কুরআনের কোনো আয়াত আমাদের যুক্তি-বুদ্ধির আওতায় বুঝা সম্ভব হচ্ছে না। হয়তো কখনো কারো যুক্তিতে আসতেও পারে, আবার নাও আসতে পারে। যুক্তি-বুদ্ধির সীমাবদ্ধ গন্ডিতে বুঝে আসুক কিংবা না আসুক অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতাসম্পন্ন রব্বুল আলামীনের বিধানের কাছে নিজের সীমাবদ্ধ ও সামান্য যুক্তি-বুদ্ধিকে সমর্পণ করে দেওয়ার নামই ইসলাম।

কিন্তু কেউ যদি শুধু যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে ইসলামের কোনো আহকামকে বুঝতে চায়, অতঃপর বিষয়টি যদি তার যুক্তি-বুদ্ধিতে না আসে; তাহলে পরিণতিতে সে সন্দেহবাদী মানসিকতার হয়ে যেতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম ঘরের সন্তান হয়েও এক সময় সে সন্দেহগ্রস্ত, অবিশ্বাসী বা নাস্তিকে পরিণত হয়! মাআযাল্লাহ!

সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ও সামান্য যুক্তি-বুদ্ধির পেছনে না দৌড়ে বরং আহকামুল হাকিমীন ও 'ওয়াসিউন আলীম' এর অধিকারী রব্বুল ইযযতের নির্দেশের দিকে মনোনিবেশ করি। তবেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত মানযিলে পৌঁছতে পারবো। পৌঁছতে পারবো সুপ্রশস্ত জান্নাতের বাগানে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সত্য বুঝবার তাউফীক দান করুন এবং এই সুমহান দ্বীনের জন্যে কবুল করুন।

1 কলামের লিংক....
http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2010-12-15/news/115843

একেক জনের একেক রকম কথায় যারা উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন; দ্বিধা-দ্বন্দে অস্থির হয়ে আছেন। কী করবো আর কী করা উচিত? এমন বহু প্রশ্ন অন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কার কাছে পাবো সঠিক সমাধান? নানান জনের নানান রকম যুক্তি-বিশ্লেষণ! কোনটা সঠিক আমরা কীভাবে বুঝবো? এমন সংশয়ে আপতিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি সত্যকে জানার আগ্রহে আপনার মাঝে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়; তাহলে জেনে রাখুন, আপনি অবশ্যই তাদের থেকে উত্তম; যারা আপন অবস্থান নিয়ে একটুও ভাবে না, যাদের মাঝে নিজের কৃত অপরাধের কারণে কোনো অনুশোচনা জাগে না।

হ্যাঁ ভাই, আপনি যদি সত্য আর প্রকৃত অবস্থাকে জানার এবং বুঝার জন্যে আপনার চেষ্টাকে অব্যাহত রাখেন এবং সেই উৎসের দিকে ফিরে যান; যে উৎস সম্পর্কে আপনার রব বলেছেন,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

"এটি এমন কিতাব; যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।" -সূরা বাকারা: ০২

তাহলে আপনি খুব সহজেই সত্যকে বুঝতে পারবেন। আপনার মাঝে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে, তা দূর হয়ে অন্তরে ঈমান আর ইয়াকীনের স্বাদ অর্জিত হবে। আপনি খুঁজে পাবেন, আপনার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর, প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান; কারণ আপনার রব এতে কোনো কিছুই অপূর্ণ রাখেননি। তিনি ইরশাদ করেছেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি এই কিতাবে কোনো কিছু বাদ দেইনি।" -সূরা আনআম: ৩৮

আপনি রমজানের এই মুবারক মাসে, যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। আপনি যদি আলেম কিংবা তালিবুল ইলম না হয়ে থাকেন; তবে কুরআনের বাংলা ভাষায় প্রসিদ্ধ কোনো অনুবাদ তিলাওয়াতের সঙ্গে রাখুন।আমি আপনাকে বলছি না যে, শুধু অনুবাদ দেখে দেখেই অন্যের কাছে তাফসীর বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করে দিন; কারণ এ যোগ্যতার জন্যে উলামায়ে হক্কের সান্নিধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইলম শিখতে হবে।

আপনাকে বলছি, আপনার ওপর আপনার রব যে সুস্পষ্ট আদেশ-নিষেধাবলী করেছেন; অন্তত অর্থের প্রতি খেয়াল করে তা জেনে নিন। কারণ এমন মুসলমানের সংখ্যাও বর্তমানে অনেক রয়েছে; যারা শুধু কুরআনের মৌলিক আদেশ-নিষেধাবলীর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কারণে কুরআনের বিধানাবলী নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বসে আর যাঁরা কুরআনের বিধান অনুযায়ী সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়; তাঁদেরকে কোনো রূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই উগ্র-কঠোর ধারণা করতে শুরু করে। এভাবেই অজ্ঞতার কারণে অনেক সাধারণ মুসলিম দ্বীনের প্রকৃত অনুসারীদের বিরোধী হয়ে পড়ে। যে মুসলিম একেবারে জানেই না যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে চুরির শাস্তি সম্পর্কে বিধান (আইন) উল্লেখ করেছেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ। আল্লাহ ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। সূরা মায়েদা: ৩৮

অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে বিধান (আইন) উল্লেখ করেছেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে চাবুক মারবে। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো; তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" -সূরা নূর: ০২

তো যারা আল্লাহর এসব আইনসমূহকে পবিত্র কুরআন থেকে অর্থ বুঝে পড়েও দেখেনি; অথবা কখনো কোনো আলেমের কাছ থেকে জানার কিংবা শোনারও চেষ্টা করেনি। তারা কী করবে? তারাই তো না জেনে, না বুঝে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করবে আর তাগুত-শয়তানদের বানানো আইন প্রতিষ্ঠায় নিজের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করবে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারীদের শত্রুতায় লিপ্ত হবে; এমনকি আল্লাহর আইনকে বর্বর আখ্যায়িত করে নিজেদের মত আর আইন প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

কোনো নামধারী মুসলিম ব্যক্তির আল্লাহর আইন বিরোধী হওয়ার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ এই যে, আল্লাহর কুরআন সম্পর্কে তার অজ্ঞ ও উদাসীন থাকা। তাই আপনি কুরআন তিলাওয়াতের সময় অনুবাদ দেখে কুরআনের অর্থটুকু অন্তত জানার চেষ্টা করুন। তাহলে আপনি জানতে পারবেন, আপনার রব আপনাকে কী কী কাজ করার আদেশ করেছেন; জানতে পারবেন, কী কী কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর এটাই তো বিধান, এটাই তো আইন। আপনি যদি আপনার রবের আইন নাই জানেন; তাহলে রবকে কীভাবে মানবেন?

আপনি যেভাবে সালাত-সিয়াম আদায় করছেন, সেভাবে আপনাকে আপনার রবের প্রত্যেকটি আইন মেনে চলতে হবে। আংশিক মানা আর আংশিক না মানার কোনো সুযোগ নেই। দেখুন আপনার রব কী বলেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরকম করে তাদের জন্যে দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামত দিবসে তারা ফিরে যাবে কঠিন আযাবের দিকে। তোমরা যা কিছু করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন" ।-সূরা বাকারা: ৮৫

যদিও এ আয়াত বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ উক্ত আয়াতের মধ্যেই উল্লেখ করে দিয়েছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা এরকম করে তাদের জন্যে দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামত দিবসে তারা ফিরে যাবে কঠিন আযাবের দিকে।" তাহলে আমাদের পক্ষে কিছু অংশ বিশ্বাস আর কিছু অংশ অবিশ্বাসের সুযোগ কোথায়? আর আল্লাহ তাআলা তো মুমিনদের সম্বোধন করেই বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" -সূরা বাকারা: ২০৮

সুতরাং আল্লাহর কিছু আদেশ-নিষেধ বা কিছু আইন মানার, আবার কিছু না মানার সুযোগ দ্বীন ইসলামে নেই। ইসলাম গ্রহণ করলে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর সমস্ত আইন মেনে চলতে হবে এবং মানার পরিবেশ কায়েম করতে হবে।

হে ভাই! আপনি যখন পবিত্র কুরআনের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করবেন; তো আপনি জানতে পারবেন, কাদের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।" -সূরা মায়েদা: ৫১

কাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে আল্লাহ আমাদের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন? কুরআন থেকে আপনি উত্তর পাবেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

"আর তোমরা তাদের (কাফেরদের) মুকাবিলা করার জন্যে তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করো। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও; যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন।" -সূরা আনফাল: ৬০

কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের আদেশ করেছেন? কুরআন থেকে আপনি উত্তর পাবেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"যারা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম মনে করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তোমরা আহলে কিতাবদের সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; যতক্ষণ না তারা ছোট (হেয়) হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া আদায় করে।" -সূরা তাওবা: ২৯

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা সমবেতভাবে লড়াই করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়াই করে" –সূরা তাওবা: ৩৬

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"হে নবী! আপনি কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা।" –সূরা তাওবা: ৭৩

আল্লাহ আমাদেরকে মাজলুম মুসলিমদের সাহায্যে কী পদক্ষেপ নিতে বলেছেন? কুরআন থেকে আপনি উত্তর পাবেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করছো না? অথচ, দুর্বল নর-নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপথ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও। এবং আমাদের জন্যে তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্যে তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও!" -সূরা নিসা: ৭৫

ফিতনা নির্মূল করার জন্যে এবং দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ তাআলা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন? কুরআন থেকে আপনি উত্তর পাবেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"ফিতনা নির্মূল হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্যে হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।" -সূরা আনফাল: ৩৯

এরকম প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি বুঝতে পারবেন, বর্তমানে যারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে; আসলে তাদের অবস্থান কী? কারা মুমিনদের ওপর কোমল আর কারা কঠোর? আপনার আর বুঝতে বাকি থাকবে না, যে 'জিহাদ-কিতাল' এর কথা কুরআনে আছে; সে 'জিহাদ-কিতাল' এর আলোচনা করলে, সে বিষয়ক বই-পুস্তক সাথে রাখলে কেন সরকার ও তার গোলাম-শিষ্যরা জেল-জুলুম আর হত্যার হুমকি দেয়? কারণ এরা তো তারাই বা তাদেরই লোক; যাদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ-কিতাল' করার জন্যে পবিত্র কুরআন এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ হাদীসের কিতাবসমূহে আদেশ বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে পবিত্র কুরআন থেকে আপনি আপনার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পাবেন, আপনার মাঝে আর কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সন্দেহ কাজ করবে না। জানতে পারবেন, আপনার বর্তমান করণীয় সম্পর্কে। আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কারা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী? আর কারা নিজের স্বার্থ অন্বেষণকারী? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমনভাবে পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের তাওফীক দান করুন, যেমনিভাবে অধ্যয়নের প্রতি তিনি কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"(হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি; যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" -সূরা সোয়াদ: ২৯

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ; যে উপদেশ গ্রহণ করবে?" -সূরা ক্বামার: ২৯

আল্লাহ তাআলা আমাদের পবিত্র কুরআন থেকে শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণের তাওফীক দান করুন, আমীন।

ধর্ষণ বাড়ছে, প্রতিকার কী?

শাইখ তামিম আল-আদনানী হাফিজাহুল্লাহ

এই তো বছর খানেক আগের কথা। পথে, ঘাটে, বাসে, ট্যাক্সিতে একের পর এক ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হতে থাকার পর, সারা বিশ্ব মিডিয়াতে ভারতের পরিচিতি পাচ্ছিল 'ধর্ষণের বৈশ্বিক রাজধানী হিসেবে'। গত কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছে, হয়তো শীঘ্রই বাংলাদেশ এ ব্যাপারে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে!

হোটেলে সারারাত আটকে রেখে তরুণীদের গণধর্ষণ! ধর্ষণের ভিডিও ধারণ! দশ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ! পিতা ও কন্যার আত্মহত্যা! সহকর্মী কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে নারী পুলিশের গায়ে আগুন ঢেলে আত্মহত্যা! এসবই গত কিছুদিনের খবর। ঘরে, হোটেলে, বাসে, লঞ্চে, থানায়, অফিসে ক্রমাগত ধর্ষণ হচ্ছে। এর মাঝে কিছু খবর মিডিয়ার লাইমলাইটে আসছে, আর কিছু খবর পত্রিকাগুলোর ভেতরের পাতায় হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজের মতোই ধর্ষণের ক্ষেত্রেও হাইক্লাস-লোক্লাস ভাগ হয়ে গেছে। তাই কিছু ধর্ষণ নিয়ে কথিত জাতির বিবেকরা সোচ্চার আর কিছু ধর্ষণ নিয়ে নির্বিকার। এসব কিছুর প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপরও পড়ছে। পাড়ায়, মহল্লায়, অফিসে, ক্লাসে, ঘরে-বাইরে আলোচিত হচ্ছে ধর্ষণের খবর। সবাই নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সমাধান দিচ্ছেন।

এসব কিছুই আপনারা জানেন। যা ইতিমধ্যে অজস্রবার অজস্রভাবে বলা হয়েছে, আমি সেই কথার পুনরাবৃত্তিতে যাবো না। আমি বলবো না, ধর্ষণের দায় শুধুমাত্র উগ্র পোশাক পরিহিত, রাতে পার্টিতে যাওয়া তরুণীর। আবার শাহবাগী সুশীল-প্রগতিশীলদের মতো আমি বলবো না, ধর্ষণের জন্যে পুরুষজাতি দায়ী আর ধর্ষণের সমাধান হলো, আরো বেশি কথিত নারী স্বাধীনতা, আরো ছোট পোশাক, আরো বেশি অবাধ মেলামেশা!

এই শিশুসুলভ দোষারোপ অর্থহীন। বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্ষণের যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, একে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ভাবার সুযোগ নেই। এই ধর্ষণের সংস্কৃতির পেছনে ভূমিকা আছে সমাজের বিদ্যমান নৈরাজ্যের। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যিনা-ব্যাভিচারের অবাধ প্রচলন ও স্বাভাবিকী-করণ এসব কিছুর ভূমিকা রয়েছে আজকের এই বাস্তবতার পেছনে। তাই যদি আমরা আসলেই সমস্যার সমাধান করতে চাই; তাহলে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, তরুণ-তরুনীদের কারা নষ্ট করছে?

আজ থেকে কয়েক দশক আগে খোদ ঢাকা শহরে নারীরা বাসার বাইরে গেলে পর্দা দেওয়া রিকশাতে চড়তেন। আর আজ আমরা দেখছি পিতামাতার সম্মতি নিয়েই, তাদের চোখের সামনে তরুণী মেয়ে ছেলে ফ্রেন্ডসার্কেল নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি। বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড আজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ঠিক কীভাবে আমরা এ অবস্থায় এসে পৌঁছালাম?

আজ বিজ্ঞাপন আমাদের তরুণ-তরুণীদের শিখিয়ে দিয়েছে বন্ধু, আড্ডা, গানে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া জীবন অর্থহীন! সিনেমা আর নাটক আমাদের শেখাচ্ছে, লিভ টুগেদার দোষনীয় কিছু নয়! পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো আমাদের শেখাচ্ছে, শরীরী প্রেম খারাপ কিছু নয়! লবণ থেকে গাড়ি, শেভিং ক্রিম থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত সব কিছুর বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হচ্ছে নারীদেহকে। মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে আজ যুবক ছেলে-মেয়ে বাবা-মার সাথে বসে আইপিএল আর বলিউডের কল্যাণে বাইজী নাচ দেখছে। ভারতের টিভি সিরিয়ালের কল্যাণে বাসায় বসে সবাই শিখে যাচ্ছে পরকীয়ার নানা কলাকৌশল।

পশ্চিমা চিন্তা ও ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনের নিচে চাপা পড়ে গেছে আমাদের লাজলজ্জা, আত্মসম্মান, আত্মনিয়ন্ত্রণ। সমষ্টিগতভাবে আমাদের সমাজ এক কামুক সমাজে পরিণত হয়েছে। যেখানে নারীদেহ সবচেয়ে আরাধ্য পুরস্কার, যৌনতার মাঝেই মানবজীবনের সফলতা! আমরা বাস করছি এমন এক সমাজব্যবস্থায়; যেখানে ক্ষমতা, অর্থ কিংবা সুপারিশের জোরে যে কোনো অপরাধের পর নিছক ধর্ষিতাকে দোষারোপ কিংবা সমগ্র পুরুষজাতিকে ধর্ষণকামী সাব্যস্ত করার চেস্টা করা; এই সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যার সমাধান ততক্ষণ হবে না; যতক্ষণ আমরা সম্পূর্ণ চিত্রকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি অংশের দিকে নজর দেবো। আর আমরা ততক্ষণ সমাধান পাবো না; যতক্ষণ আমরা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির কাছে সমাধান খুঁজবো।

মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যা হলো পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখা, নারীদের জন্যে বাধ্যতামূলক পর্দা করা, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে যথাসম্ভব বন্ধ করা, সমাজে বিয়েকে সহজ করে দেওয়া, যিনা-ব্যাভিচারকে কঠিন করে তোলা। এবং আল্লাহ আমাদের জন্যে দিয়েছেন এমন এক শাসন ব্যবস্থা; যা ক্ষমতা, অর্থ, আর সুপারিশের তোয়াক্কা না করে ধর্ষকের জন্যে কঠিন শাস্তি নিশ্চিত করে। আর শাসক সেই শাস্তি প্রয়োগ না করলে শাসকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। আর এই শাসনব্যবস্থা হলো ইসলামী শারীয়াহ। আর বস্তুত শুধুমাত্র তাকওয়া, ইসলামী শারীয়াহ এবং ইসলামী মুল্যবোধের প্রচলন ও প্রতিষ্ঠাই কেবল পারে ধর্ষণের এই প্লেগের সমাপ্তি ঘটাতে। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা মানবচরিত দর্শনের গোলকধাঁধায় নিস্ফল ছোটাছুটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরা উম্মাহর অভিভাবক!!?

আব্দুল্লাহ ইবরাহীম

যারা মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতাসীন শাসকবর্গকে নিজেদের অভিভাবক মনে করে থাকেন, নিশ্চিন্তে এসব শাসকের আনুগত্য করে যাচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং এসব শাসকদের বিরোধিতাকারীদেরকে উগ্র, জঙ্গি, সন্ত্রাসী, খারেজী আখ্যায়িত করে মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন; তারা হ্যাঁ, তারা একটু দেখে নিক, জেনে নিক, তাদের সে সব শাসকবর্গ কার আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছে? কাকে উষ্ণ অভ্যর্থনার সাথে বরণ করে নিচ্ছে? কার প্রশংসায় বিবৃতি দিচ্ছে, টুইট করছে? এসব প্রশ্নের এক কথায় লেটেষ্ট জবাব হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না; তবে তার কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলে আলোচ্য আলোচনা বুঝে নিতে সহজ হবে! এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; যার যৌন হয়রানিতে সাধারণ নারী থেকে শুরু করে নর্তকীরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিল। এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; ইসলাম এবং মুসলিম বিরোধী বক্তব্য দিয়েই যে ভক্ত-সমর্থকদের কাছে আলোচিত হয়েছিল, ইসলাম বিদ্বেষী অধিকাংশ আমেরিকান জনগণের কাছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সমর্থন লাভ করেছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগেই সে ইসলাম এবং মুসলিমদের ব্যাপারে তার কেমন ধারণা? তা ক্লিয়ার করে দিয়েছিল। সে তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় উল্লেখ করেছিল, সে প্রেসিডেন্ট হলে যুক্তরাষ্ট্রে (আমেরিকায়) কোনো মুসলিমকে প্রবেশ করতে দেবে না।

এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; যে তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় বলেছিল, সে প্রেসিডেন্ট হলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস রত মুসলিমদের

ডাটাবেস তৈরী করবে; যাতে মুসলিমরা সন্ত্রাসবাদে (তথা জিহাদ-কিতালে) সম্পৃক্ত না হতে পারে। এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; যে তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় বলেছিল, ইসরাঈল আমেরিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিত্র আর আমরা তাদের শতভাগ নিরাপত্তা দিয়ে যাবো। ১০০% তারা হলো আমাদের সবচেয়ে আস্থাভাজন বন্ধু এবং মধ্যপাচ্যে আমাদের প্রকৃত মিত্র। আমরা তাদের শতভাগ নিরাপত্তা দিয়ে যাবো।

এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; যে তার নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করেছিল– আমরা কি সবাই ইসরাঈলের পক্ষে না? আমেরিকানরা জবাবে বলেছিল, অবশ্যই! এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; যে তার নির্বাচনী প্রচারণায় আরো উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলেছিল, আমরা ইসরাঈলকে ১০০০% সর্মথন দেবো। এ হচ্ছে সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প; যে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সত্য বিষয়টিই প্রকাশ করে দিয়েছিল, ইসলাম আমাদের ঘৃণা করে। এ ডোনাল্ড ট্রাম্পের একের পর এক ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বক্তব্য এবং ইসরাঈলের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা জেনে-শুনেই আমেরিকান কাফেরেরা তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছিল।

আর এ ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অব্যাহত রাখে মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে আমেরিকার চলমান যুদ্ধ। এ হচ্ছে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প; যারা ইসরাঈলকে সামরিক সাহায্য হিসেবে বাৎসরিক ৩.১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে থাকে। আর তাদের নতুন চুক্তি অনুযায়ী এ সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে বছরে ৩.৮ বিলিয়ন ডলার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকা ইসরাঈলের সামরিক বাহিনীকে আগামী ১০ বছরে ৩৬০ কোটি টাকা দেবে। আর সে অর্থ খরচ করেই ইসরাঈলের হিংস্র ইয়াহুদী পশুগুলো ফিলিস্তীনের মুসলিমদের হত্যা করছে, রক্ত ঝরাচ্ছে।

এ জন্যেই এ হুবালদের ব্যাপারে শাইখুল মুজাহিদীন উসামা রহ. বলেছেন, আমেরিকা ও ইসরাঈল হলো একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। সুতরাং এ হচ্ছে ইসলামের শত্রু খ্রিস্টানদের ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ হচ্ছে ইসলামের শত্রু ইয়াহুদীদের সাহায্যকারী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ হচ্ছে ইসলামের শত্রু মুশরিক গরুপূজারি ভারত সরকারের বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তাহলে প্রশ্ন আসে, কেন এ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট অবস্থায় তার প্রথম সফর মুসলিম ভূখন্ড সৌদি আরবে করল? উত্তর সহজ। কারণ সে ঐ মুসলিমদের আমন্ত্রণে আসেনি; যাদের ইসলামের ব্যাপারে সে সত্যিই বলেছিল, ইসলাম আমাদের ঘৃণা করে। সে এসেছে তাদেরই একান্ত বন্ধুদের কাছে। আর এ জন্যেই তাকে এবং তার সফর সঙ্গীদের স্বাগত জানাতে, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে একত্রিত হয়েছিল তাদের বন্ধুরা অর্থাৎ আরও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর শাসকবর্গ।

যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের একটি অস্ত্রচুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় অস্ত্রচুক্তি। প্রায় ৪০ টি মুসলিম দেশের শাসকবর্গের সম্মুখে ডোনাল্ড ট্রাম্প বক্তব্য দিলেন। ট্রাম্প তাদেরকে 'শান্তি, প্রগতি, সমৃদ্ধির এক অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা' বোঝালেন! সকল বন্ধুরা মিলে নিজেদের লক্ষ্যের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন।

সৌদি বাদশা সালমান ট্রাম্পের গলায় পরিয়ে দিলেন বন্ধুত্ব-ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ বাদশা আব্দুল আজিজ মুখমন্ডল খচিত একটি সম্মাননা স্মারক!!! অবশ্য এর আগেও এ সম্মাননা আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে কেও দেওয়া হয়েছিল!!! আফসোস! এ উম্মাহর সে সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যে, যারা ট্রাম্প, ওবামা, পুতিনদের অবস্থান জানলেও, জানতে চায় না ট্রাম্প, ওবামা, পুতিনদের বন্ধুদের সম্পর্কে!!!

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই মুমিনদের জানিয়ে দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।" -সূরা মায়েদা: ৫১ যে আরব থেকে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বের করে দেওয়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

اخرجوا اليهود و النصاري من جزيرة العرب

"জাযিরাতুল আরব থেকে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বের করে দাও!"

আজ সে জাযিরাতুল আরবে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তাদের বন্ধুরা লাল গালিচায় অভ্যর্থনা দিচ্ছে! স্বাগত জানাচ্ছে!! গলায় সম্মাননা পরিয়ে দিচ্ছে!!! ডোনাল্ড ট্রাম্প আর তার স্ত্রী-কন্যা, যারা তাদের মতো করেই মুখ-চুল খোলা রেখে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে আরব বেড়িয়ে গেল! তারা এক বন্ধুমহল থেকে সম্মান কুড়িয়ে গেল আরেক পরম বন্ধুর দেশ ইসরাঈলে...! আর আফসোস! তাদের জন্যে; যারা এসব ঠিকই দেখছে; তবুও ট্রাম্প-ওবামাদের বন্ধুদের নিজেদের অভিভাবক মনে করছে!!!

আমি গত রমজানে *তোমদের সাথেই ছিলাম*

-আবু সালেহ

তোমরা কি আমাকে মনে করতে পারছো?! নাকি আমাকে ভুলে গেছ? জীবিতরা খুব দ্রুতই মৃতদের ভুলে যায়! তোমরা আমাকে মনে করতে পারছ না? গত রমজানেই তো আমি তোমাদের সাথে ছিলাম! আমি তোমাদের সাথে রোজা রেখেছি! সাদাকাহ করেছি, জিকির করেছি, তোমাদের সাথে এক কাতারে নামাজ পড়েছি। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম এটাই হবে আমার জীবনের শেষ রমজান এবং এটাই শেষ রোজা? আমি কি জানতাম আর কোন দিন তোমাদের সাথে এক কাতারে নামাজ পড়তে পারবো না, একসাথে তারাবী পড়তে পারবো না।

আহ! যদি জানতাম আমি মরে যাবো! তাহলে আরো বেশী করে এ মাসের কল্যান ও ফজীলত গ্রহন করতাম, আরো বেশী নেক আমল করতাম এবং আরো বেশী সাদাকাহ করতাম। বেশী বেশী আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর আরো নৈকট্য হাসিল করতাম। । আহ! আমি যদি জানতাম এটাই হবে আমার জীবনের শেষ রমজান। তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতাম। এক ওয়াক্ত নামাজেও আমার জামাত ছোটতো না। প্রতি দিন মসজিদে গিয়ে তারাবী পড়তাম। এক রাকাত তারাবীও ছাড়তাম না। আগের চেয়ে অনেক বেশী কুরআন খতম করতাম। তোমরা আমাকে শুধু আনুগত্যই করতে দেখতে এবং অবাধ্যতা থেকে অনেক অনেক দূরে দেখতে পেতে।

এখন হয়তো তোমরা আমাকে কিছু কিছু মনে করতে পারছ। ঈদের নামাজের পর আমি তোমাদের সাথে মুছাফাহ করেছি। হায়! যদি আমি জানতাম এটাই হবে আমার জীবনের শেষ ঈদুল ফিতর! তাহলে আমি তোমাদের সাথে বিদায়ের মুলাকাত করে নিতাম। হে বন্ধু! আমাকে ভুলো না, তোমাদের দোয়ার মধ্যে আমাকে স্বরন করো। আমি সবসময় তোমাদের দোয়ার জন্য অপেক্ষা করি। কেননা আমি যে তার মুখাপেক্ষি। তোমরা আমার জন্য এবং সকল মৃত মুসলিমদের জন্য কল্যান ও মাগফেরাতের দোয়া করো।

জীবিতদের প্রতি উপদেশ–
আমি আমলের ক্ষেত্রে তোমাদের থেকে পৃথক হয়েছি কিন্তু হিসাবের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে শরিক থাকবো। তোমরা তোমাদের প্রতিটি সেকেন্ট প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাবে। কেননা এক একটি সেকেন্ট, এক একটি মুহূর্ত অনেক দামি। এর মূল্য শুধু সেই বলতে পারবে যে তা হারিয়েছে। তোমরা আখেরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়াহ। তোমরা মৃত ব্যক্তি থেকে উপদেশ গ্রহন কর। আর জেনে রেখো মৃত্যু তোমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং অন্যকে অতিক্রম করে তোমাদের নিকট পৌঁছবে। দুনিয়াটা অতিক্রমস্থল (চলার পথ) আর আখেরাত অবস্থানস্থল (চিরস্থায়ী আবাস)। সুতরাং তোমরা পথ থেকে ঘরের জন্য সামান সংগ্রহ কর।

হে ভাই! এই রমজানকেই জীবনের শেষ রমজান মনে কর। অন্তরে এই অনুভূতি লালন কর যে, এই রমজানের পর আমি আর বাচবো না; আমি মরে যাবো। আর এই অনুভূতিই যেন রমজানে আল্লাহর পছন্দনিয় কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রতি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে। এবং রমজানের পরেও যেন এ কাজের উপর অটল থাকতে পারো। তোমার অবস্থা যেন কিছুতেই ঐ ব্যক্তির মতো না হয়, যার অবস্থা আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে বলেছেন,

رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

হে আমার প্রতি পালক! আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠান। হতে পারে দুনিয়াতে যে সকল কল্যান কর কাজ ছেড়ে দিয়েছি তা করবো।
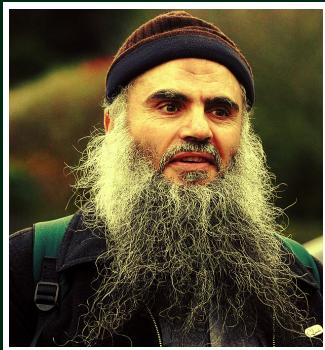
রমজান মাস একটি মহান মুবারক মাস। আল্লাহ তাআলা এ মাসেই কুরআন নাযিল করেছেন এবং তিনি এই মাসে এমন একটি ইবাদাত নির্ধারণ করেছেন যা এই দীনের রুকনসমূহের মধ্য থেকে একটি রুকন। আর তা হল সাওম তথা এ মাসের রোজা। আল্লাহ তায়ালা এই মাসে কুরআন নাযিল করেছেন যাতে করে এই মাসের সাথে তাঁর কালাম ও কিতাবের বিশেষ একটি যোগসূত্র তৈরী হয় এবং মুসলমানদের অন্তরে এই মাসের আজমত ও মুহাব্বত তৈরী হয় এবং ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের আগ্রহ জাগে।

- শাইখ আবূ কাতাদা আল-ফিলিস্তিনী

রমজানের আনুগত্যের মধ্য থেকে একটি হল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও তার সকল আনুসাঙ্গিক বিষয়। যেমন প্রস্তুতি গ্রহণ করা, জিহাদের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করা, মানুষকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং মুজাহিদ ভাইদের পরিবারকে সাহায্য করা এবং তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের ভাল কাজের প্রতিনিধিত্ব করা।

ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে এই রমজান মাসে। তার একটি হল বদর যুদ্ধ যেটা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যের দিন এবং দুই বাহিনীর মিলিত হওয়ার দিন। আর দ্বিতীয়টি হল স্পষ্ট মক্কা বিজয়। যার মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম স্থানটি শিরকের নাপাকি এবং মুশরিকদের নোংরামী থেকে পবিত্রতার দিন। এমনিভাবে রমজান মাসে মুজাহিদের মর্জাদাও অনেক এবং জিহাদের ময়দানে সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোজার সওয়াবও অনেক বেশী।

- শাইখ আবূ ইয়াহয়া আল-লীবী রহ.

রমজান মাস অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মুবারক একটি মাস। আমাদের সালাফে সালেহীনদের নিকট এ মাসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম তাদের নিকট এ মাস ছিল কষ্ট মুজাহাদা, জিহাদ ও বিজয়ের মাস। সুতরাং আমাদের নিকট যেন এ মাস অন্যান্য মাসের ন্যায় নিছক একটি মাসই না হয়। বরং এই মাস আনুগত্ব প্রকাশ ও কল্যান অর্জনের মাস। মহান আল্লাহ তায়ালা এই মাসকে অন্যান্য মাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এবং এ মাসের রোজা ও কিয়ামুল লাইলকে আল্লাহর রহমত অর্জন, গুনাহ মাফ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম বানিয়েছেন। বান্দা এই মাসে নিজেদের জীবনকে পুনঃনিরীক্ষণ করে পূর্বের ভুলগুলো শুধরে নিতে পারে এবং সর্বোত্তম পাথেয় তথা তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

- শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী

মাগফিরাত আর মহাপ্রতিদান লাভের আশায়!

উনাইসা আহ্সান বুশরা

হে বোন! কত কিছু হওয়ার স্বপ্নই তো আমরা দেখি। মডেল-তারকা বনার সাধনায় কত কি যে করি। একবারও কি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত গুণাবলীর সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেখেছি? এমন কয়টি গুণ আমার মাঝে আছে? যা আমাকে চির সুখের উদ্যান জান্নাতের চিরস্থায়ী একজন মডেল-তারকা বানিয়ে দেবে! দেখুন হে বোন! মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের কেমন সৌন্দর্যে শোভিত হতে বলছেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও অধিক যিকরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার। *-সূরা আহযাব: ৩৫*

এ আয়াতে কারীমার মধ্যে মহান আল্লাহ ১০টি গুণে গুণান্বিত পুরুষ ও নারীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের সকলের জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন মাগফিরাত আর মহাপ্রতিদানের। মহান আল্লাহ আমাদের মা-বোনদের এ প্রত্যেকটি গুণে গুণান্বিত নারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমরা এখন মহা কল্যাণ লাভের মাস রমজানে উপনীত হয়েছি। এ মাসে মুমিন-মুমিনা সবার অন্তরেই নেক আমলের আগ্রহ অপর মাসগুলো অপেক্ষা বেশি থাকে; কারণ ধ্বংসের পথে প্রলুব্ধকারী শয়তানগুলো এ মাসে থাকে শিকলাবদ্ধ। তাই নিজেকে নেক আমলের মাধ্যমে, মাগফিরাত লাভের মাধ্যমে আলোকিত করার এ এক সুবর্ণ সুযোগ! বিশেষ করে, রমজানের ফরজ হুকুম রোজাগুলো রেখে মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ প্রাপ্ত রোজাদার নারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এক উত্তম সময় আমরা অতিবাহিত করছি!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন, আমরা যদি ৪টি দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে পারি; তাহলে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়েই তাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বলেছেন, ‘‘যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, রমজান মাসের রোজা রাখবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং আপন স্বামীর আনুগত্য করবে; তবে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।’’

রমজানের রোজা মা-বোনদের সহজে জান্নাতে পৌঁছার আমলগুলোর মাঝে একটি আমল। এ রোজা তো আমরা অনেকেই রাখি কিন্তু যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান থাকি? আমরা কি সব ধরনের গুনাহ পরিহার করে রোজার পূর্ণ হক্ব আদায় করতে পারি? অনেক রোজাদার আছে, যাদের রোজা কেবল পানাহার ত্যাগ করা ছাড়া কিছুই নয়! হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি মিথ্যা, মূর্খতাসুলভ আচরণ ও গুনাহ পরিত্যাগ করে না; তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।’’

মাগফিরাত লাভের এ মাসেও তো শহর-নগর, বাজার-হাট জুড়ে শপিংমল আর দোকান-বিপণীগুলোতে নারীদের ভিড় জমে থাকে। একদিকে যেমন মহান আল্লাহর ফরজ হুকুম পর্দার লঙ্ঘন হচ্ছে; আবার নামাজের সময় নামাজও তরক হচ্ছে। কিন্তু কয়জন বোনের মাঝে এ জন্যে অনুশোচনা আসে? সত্যি যদি এ জন্যে অন্তরে অনুশোচনার উদ্রেক হতো; তবে তো আমরা আপন বাসস্থানের বাহিরে ঘুরে বেড়াতাম না। আর যদি জরুরতের কথা বলা হয়; তাহলে বলবো, এমন জরুরত তো আপন পুরুষদের দ্বারাও মেটানো যায়।

তাই মা-বোনদের প্রতি আহ্বান, রমজানের এই বরকতময় সময়গুলোতে আমরা যেন উদাসীন না থাকি। সব ধরনের গুনাহের উপকরণ থেকে নিজেদের দূরে রাখি। এমন যেন না হয়, নাটক-সিরিয়াল দেখে দেখে সময় কাটিয়ে দিলাম! তাকওয়া অর্জনের এ মাসে তাকওয়া অবলম্বন করেই চলতে হবে। আর এ তাকওয়া অবলম্বন শুধু রমজান মাসেই নয়; বরং আমাদের পূর্ণ হায়াত অন্তরে আল্লাহর ভয়-তাকওয়া রেখে গুনাহ মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে। রমজানই হচ্ছে এ শিক্ষা লাভের সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

সেহরী আর ইফতারের জন্যে আমরা যে খাবার রান্না করি; তা খেয়ে যতজন নারী-পুরুষ রোজা রাখবে এবং ইফতার করবে, ততজনের সাওয়াব আল্লাহ তাআলা আমাদের দান করবেন। এ জন্যে আমরা সাওয়াবের নিয়তে এ কাজগুলো করবো। আবার এটাও খেয়াল রাখা চাই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্না-রেসেপিতে আমরা যেন ইবাদতের সময়গুলো নষ্ট না করি। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার এবং নফল ইবাদতে বেশি বেশি সময় কাটাতে সচেষ্ট থাকবো।

আফসোস হয় সেসব বোনদের জন্যে, যারা নিজের সৌন্দর্য আর ফিটনেস এর কথা ভেবে ফরজ রোজা পর্যন্ত রাখে না! যে সৌন্দর্য আর ফিটনেস মহান আল্লাহর দান, তা কি তাঁর হুকুম পালনের কারণে ভাটা পড়বে? কখনো নয়! বরং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের মাঝেই দেহের সুস্থতা, মনের প্রশান্তি আর প্রফুল্লতা।

আমরা আমাদের সন্তানদের রোজা রাখার জন্যে সেহরীর সময় জাগিয়ে দেবো। কত মা তো পরিণত বয়সের সন্তানদেরকেও রোজা রাখতে বারণ করেন। বলে থাকেন, ওরা এখনো ছোট; পড়ালেখায় কষ্ট হবে। আসলে দ্বীনের প্রতি আগ্রহের কমতির কারণেই এমন অসার চিন্তা মনে আসে। আমাদের তো এমন হওয়া উচিত, যেসব সন্তানের ওপর রোজা এখনো ফরজ হয়নি; তাদেরকেও রোজা রাখার জন্যে উৎসাহিত করা।

হে বোন! সূরা আহযাব এর ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত নারীর জন্যে মাগফিরাত আর মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন, আসুন আমরা এ বরকতময় রমজান মাসে নিজেকে এ প্রত্যেকটি গুণে গুণান্বিত করি। শোভিত হই সে সৌন্দর্যে, যা আমাদেরকে জান্নাতের মডেল-তারকা বানিয়ে দেবে!
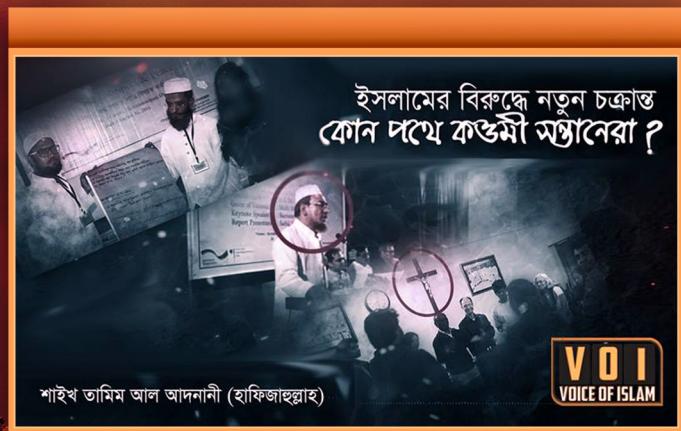
প্রথমআলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর ভয়েস অফ ইসলাম আপনাকে জানাবে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। Voice of Islam [VOI] - এর সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখুন।